বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>268 >>26 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মুল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৬৮ >> << ২৬শে, আষাঢ় ১৪৩০>>

উত্তর ভারতের সাত রাজ্য বন্যা বিপর্যস্ত, বাড়ছে মৃত্যু, প্রধানমন্ত্রীর জরুরি বৈঠক

নয়াদিল্লি ঃ জুলাই মাসের এখন পর্যন্ত মাত্র সাত দিনের বৃষ্টিতে উত্তর ভারতের সাতটি রাজ্যের জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। রাজধানী দিল্লির অবস্থাও ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। হিমাচল প্রদেশে রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষকে পরবর্তী ঘোষণা পর্যন্ত বাড়ি থেকে না বের হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে রাজ্যের একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। ফলে ঘরেও নিরাপদ নন হিমাচল প্রদেশের মানুষ। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, বন্যায় জলে ভেসে গিয়ে, বাড়ি ও ধসে চাপা পড়ে এখনও পর্যন্ত ৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাঞ্জাবে একটি বাস জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে। বাসের সব যাত্রীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বর্ষার শুরুতে উত্তর ভারতেও স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয়নি। তাই উত্তর ভারতের সাতটি রাজ্য যখন বন্যার কবলে তখন দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিকের তুলনায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র দুই শতাংশ বেশি। যদিও আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দিল্লি, গুরুগ্রাম এবং মানালিতে বৃষ্টিপাত বিগত ৪০ থেকে ৫০ বছরের রেকর্ড ভেঙেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার ১০ জুলাই স্বরাষ্ট্র দফতরের দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তিনি রাজ্যগুলির পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

বাজার দর

SENSEX : 65617.84 +273.67
NIFTY : 19439.40 +83.50

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .38 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .10 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

যুক্তরাষ্ট্রের নজরদারি বিমান আকাশসীমা লঙ্ঘন করলে গুলি করে নামানোর হুমকি দিলো উত্তর কোরিয়া

পিয়ংইয়ং ঃ উত্তর কোরিয়া অভিযোগ করেছে, সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের নজরদারি বিমান তাদের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে। তারা সতর্ক করেছে যে পিয়ংইয়ং সংযত থাকলেও এই ধরনের বিমানকে গুলি করে নামানো হতে পারে। উত্তর কোরিয়ার জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অজ্ঞাতনামা এক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের এমন উস্কানিমূলক সামরিক ক্রিয়াকলাপ কোরীয় উপদ্বীপকে পারমাণবিক সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই বিবৃতিটি এসেছে সরকারি সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ মারফত। ওই রিপোর্টে যুক্তরাষ্ট্রের নজরদারি বিমান ও ড্রোন ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি বলা হয়েছে, এই উপদ্বীপের কাছে পারমাণবিক ডুবোজাহাজ পাঠিয়ে ওয়াশিংটন উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছে। এই মুখপাত্র জানিয়েছেন, কোরিয়ার পূর্ব দিকের জলসীমায় যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর নজরদারি বিমান ফেলে দেবার মতো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা যে ঘটবে না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অতীতে দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান্তে ও উপকূলের অদূরে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান গুলি করে নামানো বা বাধা দেওয়ার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে। উপদ্বীপের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের নজরদারি বিমান নিয়ে প্রায়শই অভিযোগ করেছে উত্তর কোরিয়া। দক্ষিণ কোরিয়ায় থাকা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে তারা তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী বলেছে, উত্তর কোরিয়ার আকাশসীমা লঙ্ঘনের দাবি সত্য নয়। তারা বলেছে, উপদ্বীপের চারপাশে নজরদারি করতে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান নিয়মিত চালনা করা হয়। এরই সাথে তারা যোগ করে, উত্তর কোরিয়াকে নজরে রাখতে মিত্রশক্তি মিলিতভাবে কাজ করছে।

চার বছর পর আদালতে জম্মুকাশ্মীর মামলার শুনানি শুরু হচ্ছে

নয়া দিল্লিঃ কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের ঠিক চার বছর পূর্তির মাথায় সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হতে চলেছে জম্মুকাশ্মীর মামলার। সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ সংবিধানসম্মত হয়েছে কি না, সুপ্রিম কোর্ট তা বিচার করবেন। আগামী ২ আগস্ট এ মামলার শুনানি শুরু হচ্ছে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় শুনানির সময়সূচি ঘোষণা করেছেন।

প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চের অন্য চার বিচারপতি হলেন সঞ্জয় কিষান কৌল, সঞ্জীব খান্না, বি আর গাভাই ও সূর্য কান্ত। ২ আগস্ট সকাল সাড়ে ১০টায় এ মামলার শুনানি শুরু হবে। আদালতের নিয়ম অনুযায়ী সোম ও শুক্রবার 'বিবিধ বিষয়' শোনার দিন। শনি ও রোববার ছুটি। বাকি তিন দিন নিয়ম করে এ মামলা শোনা হবে বলে প্রধান বিচারপতি জানান।

প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জম্মুকাশ্মীর মামলার অংশগ্রণকারীদের যাবতীয় আবেদন ও হলফনামা লিখিতভাবে ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে জমা দিত হবে। যাবতীয় নথি একত্রিত করে রাখতে দুজন আইনজীবী প্রসন্নন ও কানু আগরওয়ালকে 'নোডাল অফিসার' নিয়োগ করা হয়েছে।

জম্মুকাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ কেন্দ্রীয় সরকার রদ করে ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট। এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়ে একাধিক আবেদন। প্রায় প্রতিটি আবেদনেই বলা হয়, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত সংবিধান সম্মত ছিল না। ২০২০ সালের মার্চে সুপ্রিম কোর্টে এ মামলার শেষ শুনানি হয়েছিল। এর পর থেকে বারবার বেঞ্চ বদল হয়েছে। পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করে মামলা শোনা যায়নি। এর আগে দৈনন্দিন শুনানির মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি হয়েছিল 'রাম জন্মভূমি বাবরি মসজিদ মামলা'। ওই সময় প্রধান বিচারপতি ছিলেন রঞ্জন গগৈ। অবসরে যাওয়ার পরপরই তিনি রাজ্যসভার বিজেপিদলীয় সদস্য হয়েছেন। আজ এ মামলার শুনানির আগের দিন গতকাল সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এক লিখিত হলফনামা পেশ করেন। এতে বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার ও উপদ্রুত জম্মুকাশ্মীরকে ভেঙে দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গড়ার পর পরিস্থিতির কী বিরাট উন্নতি হয়েছে, তার ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়। যেমন সংবিধানের বহু বিষয় জম্মুকাশ্মীরে প্রয়োগ করা যাচ্ছে, যা আগে করা যেত না। বলা হয়, রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতি চালু করা গেছে। গ্রাম ও শহরাঞ্চলের স্থানীয় প্রশাসনের জন্য ৩৪ হাজার প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র প্রসারিত হয়েছে। সর্বত্র অভূতপূর্ব শান্তি বিরাজমান। উন্নয়নের কাজ অব্যাহত। সমৃদ্ধি বাড়ছে। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়েছে। এতে পর্যটনশিল্পে জোয়ার এসেছে। ২০২২ সালে ১ কোটি ৯০ লাখ পর্যটক জম্মুকাশ্মীরে গেছেন। চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসেই পর্যটকের সংখ্যা ৮৪ লাখ ইত্যাদি।

জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দাদের শান্তি ও নিরাপত্তা কতখানি নিশ্চিত তার প্রমাণ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, ২০১৮ সালে ২২৮টি সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছিল। অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছিল ১৪৩টি। ইট পাটকেল নিয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল ১ হাজার ৭৬৭টি। ৯১ নিরাপত্তারক্ষী নিহত হয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের পর ২০২২ সালে সন্ত্রাসী হামলা ৪৫ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১২৫টিতে। অনুপ্রবেশের ঘটনা ৯০ শতাংশ কমে হয়েছে মাত্র ১৪টি। ইটপাথর ছোড়ার ঘটনা ৯৭ শতাংশ কমে হয়েছে মাত্র ৫০টি। এ বছরে একটিও ঢিল ছোড়ার ঘটনা ঘটেনি। এখন কথায় কথায় বনধ, হরতাল হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার হলফনামায় বলেছে, জম্মুকাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা খারিজ ও রাজ্য দ্বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত রদ করা হলে, তা ওই দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মানুষের স্বার্থ ও নিরাপত্তা এবং দেশের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী হবে।

জম্মুকাশ্মীরের অধিকাংশ দল কেন্দ্রের এই হলফনামার বিরোধিতা করেছে। তাদের মতে, সংবিধানে প্রদত্ত জম্মুকাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা যেভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে, তা অসাংবিধানিক।

ফ্রান্সের থেকে রাফাল যুদ্ধবিমান ও শক্তিশালী সাবমেরিন কেনার পথে ভারত

প্যারিস ঃ যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার ফ্রান্সের সঙ্গে সমরাস্ত্রের সম্পর্ক মজবুত করছে ভারত। ফ্রান্সের থেকে রাফাল যুদ্ধবিমান কিনছে মোদী সরকার। এবার ২৬টি যুদ্ধবিমান কেনার কথা। সেইসঙ্গে তিনটি সাবমেরিনও কিনতে চায় ভারত। সবকিছু ঠিক থাকলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন ফ্রান্স সফরেই চুক্তি সই হতে পারে দুই দেশের মধ্যে। কয়েক দিন আগেই সংবাদ সূত্রে প্রকাশ পেয়েছিল, ফ্রান্স ভারতের মাটিতেই ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে যুদ্ধবিমান তৈরি করতে চায়। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খরব, ফরাসি সংস্থা 'স্যাফরান'কে সবুজ সংকেত দিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ। ভারতেই যুদ্ধবিমান তৈরি করতে চায় তাঁরা। এই যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিনটি তৈরি হবে ভারতেই। তারজন্য যা প্রযুক্তির প্রযোজন তা পাঠাবে 'স্যাফরান' নামের ফরাসি সংস্থাটি। অ্যাডভান্সড মাল্টি রোল কমব্যাট এয়ারক্রাফ্টএ এই ইঞ্জিন ব্যবহার করা হবে। আগামী ১৪ জুলাই বাস্তিল দিবস। সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়েছেন মোদী। আগামী ১৩ জুলাই দু'দিনের সফরে ফ্রান্স উড়ে যাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সেদিন ফ্রান্সএর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্যারিসে তাঁর একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা। সেই বৈঠকেই এই বিষয়ে আলোচনা হতে পারে বলে খবর। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, আগামী বৃহস্পতিবার ১৩ জুলাই ভারতের তিনটি বাহিনীর তিন প্রধানের সঙ্গে বৈঠক বসতে চলেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিন বাহিনীর প্রধানরা ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের আধিকারিকরা। যদি সব ঠিক থাকে সেই বৈঠকেই এই যুদ্ধবিমান ও সাবমেরিন কেনার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যেতে পারে।

বিদ্রোহের পরই ওয়াগনার গ্রুপের প্রিগোশিনের মুখোমুখি হয়েছিলেন পুতিন

মাস্কো ঃ রাশিয়ার সরকার বলছে, ব্যর্থ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার পর ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে রুশ ভাড়াটে সৈন্যদল ওয়াগনার গ্রুপের নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের তিন ঘণ্টা ধরে এক বৈঠক হয়েছিল। গত ২৯শে জুন ঐ বৈঠকটি হয় বলে রুশ কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন। সেই হিসেবে ওয়াগনার গ্রুপের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার মাত্র পাঁচ দিন পর ঐ বৈঠকটি হয়েছিল বলে এখন জানা যাচ্ছে। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ আজ সোমবার বলেছেন, নিয়মিত সেনা ইউনিট কমান্ডারসহ ওয়াগনার গ্রুপের অন্যান্য সদস্যরা ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তিনি জানান, বৈঠকে মি. প্রিগোশিন এবং তার সঙ্গীরা প্রেসিডেন্টের প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে তারা রাশিয়ার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। মি. পেসকভকে উদ্ধৃত করে ইন্টারফ্যাক্স বার্তা সংস্থা খবর দিয়েছে, ক্রেমলিন মুখপাত্র জানিয়েছেন যে তিনি (মি. পুতিন) বৈঠকে মি. প্রিগোশিনসহ ৩৫ জনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। গত ২৯শে জুন ক্রেমলিনে ঐ বৈঠক হয়। এবং এটি প্রায় তিন ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল।

শুধু এই কথাটি আমরা বলতে পারি, প্রেসিডেন্ট যুদ্ধক্ষেত্রে ঐ কোম্পানির ক্রিয়াকলাপের মূল্যায়ন করেন এবং ২৪শে জুনের ঘটনাগুলি বিদ্রোহ নিয়েও তিনি তার অভিমত প্রকাশ করেন।

মি. পুতিন ঐ ঘটনা নিয়ে ওয়াগনার কমান্ডারদের ব্যাখ্যা শোনেন এবং তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান ও যুদ্ধে তাদের ভবিষ্যৎ ব্যবহারের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করেন, মি. পেসকভ জানান। রুশ মুখপাত্রের বক্তব্য অনুযায়ী, ওয়াগনার গ্রুপের কমান্ডাররা মি. পুতিনকে জানান যে তারা নিঃশর্তভাবে তাকে সমর্থন করছেন। কমান্ডাররা তাদের দিক থেকে বিদ্রোহের সময় কী ঘটেছিল তা বর্ণনা করেন। তারা জোর দিয়ে বলেন যে তারা রাষ্ট্রপ্রধান এবং কমান্ডার ইন চিফের কড়া সমর্থক এবং মাতৃভূমির রক্ষায় তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত। গত বৃহস্পতিবার বেলারুসের নেতা অ্যালেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো, যিনি ওয়াগনার গোষ্ঠীর বিদ্রোহ অবসানে এক চুক্তিতে মধ্যস্থতা করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে মি. প্রিগোশিন রাশিয়ায় রয়েছেন। জুন মাসের শেষের দিকে মি. প্রিগোশিনের প্রাইভেট জেটটি বেলারুসের উদ্দেশ্যে উড়ে যাওয়ার সময় বিবিসি তা ট্র্যাক করে এবং দেখতে পায় যে সেটি সেদিনই সন্ধ্যায় রাশিয়ায় ফিরে গিয়েছিল।

ওয়াগনার গ্রুপ হচ্ছে ভাড়াটে যোদ্ধাদের একটি কোম্পানি যেটি গত বছর ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে নিয়মিত রুশ সেনাবাহিনীর পাশাপাশি লড়াই করছে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের নানা জায়গায় রাশিয়ার ব্যর্থতার পর মি. প্রিগোশিন সোশ্যাল মিডিয়ায় রুশ সেনা হাইকমান্ডকে আক্রমণ করে বক্তব্য দিয়েছিলেন। তিনি বিশেষভাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গেই শোইগু এবং সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান জেনারেল ভ্যালেরি গেরাসিমভের কঠোর নিন্দা জানান। তবে মি. প্রিগোশিন বিদ্রোহের সময় মি. পুতিনের কোন সরাসরি নিন্দা জানাননি, তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, দুই দশকেরও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকা রুশ প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ঐ ঘটনাটি ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

সচেতনতা বাজারচলতি স্যানিটারি প্যাডের অধিকাংশই তৈরি হয় ননবায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক দিয়ে

পলিমার দিয়ে পরিবেশবান্ধব স্যানিটারি প্যাড বানালেন দিল্লি আইআইটির দুই বিজ্ঞানী

নয়া দিল্লি ঃ ভারতে বর্তমানে ঋতুস্রাব ও মহিলাদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে সার্বিক স্তরে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। এই কাজে এগিয়ে এসেছে দিল্লি আইআইটি। পরিবেশবান্ধব স্যানিটারি প্যাড ভারতে আগেও তৈরি হয়েছে। কলা পাতা বা চট দিয়ে প্যাচ বানিয়েছেন গবেষকরা। কিন্তু সিন্থেটিক পলিমার দিয়ে পরিবেশবান্ধব স্যানিটারি ন্যাপকিন আগে তৈরি হয়নি। এই ধরনের প্যাডের বৈশিষ্ট্য হল ব্যবহারের পরে ফেলে দিলে তা পরিবেশে দূষণ ছড়ায় না। পলিমার সবটুকু শোষণ করে নেয়। দিল্লি আইআইটির দুই গবেষক ডা. সবপ্যাথি এস এবং অধ্যাপক অনুপ কে ঘোষ সিন্থেটিক পলিমার দিয়ে প্রথমবার পরিবেশবান্ধ প্যাড তৈরি করলেন। এই প্যাডের নাম সেলিগো বায়োস্যাপ।

ডা. সবপ্যাথি, সেলিগো ন্যাচরাল ফাইবারস সংস্থার কর্ণধার। তিনি জানিয়েছেন, স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করে রাস্তাঘাটে, আবর্জনা স্তূপে ফেলে দেওয়া হয়। সেখান থেকে দূষণ ছড়ায় পরিবেশে। বছরে অন্তত ১৩ হাজার টন ব্যবহার করা স্যানিটারি ন্যাপকিন পরিবেশে মিশছে। এই দূষণ রোখার জন্যই পরিবেশবান্ধব প্যাড তৈরি করা হয়েছে।

এই প্যাড দেখতে অনেকটা রোল করা টয়লেট পেপারের মতো। যতখুশি ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া যায়। এর সিন্থেটিক সুপার অ্যাবজরবেন্ট পলিমার প্যাডের দূষিত রক্ত খুব দ্রুত শোষণ করে নিতে পারে। ফলে পরিবেশে সেই ব্যবহার করা প্যাড ফেললেও তার থেকে দূষণ ছড়াবে না। গবেষকদের দাবি, এই ধরনের স্যানিটারি প্যাড স্বাস্থ্যের জন্যও ভাল। অন্যান্য প্যাডের রাসায়নিক অনেক সময় ত্বকের ক্ষতি করে, কিন্তু সেলিগো বায়োস্যাপ স্যানিটারি ন্যাপকিন কখনওই ত্বকের ক্ষতি করবে না।

গবেষকরা বলছেন, সেলিগো বায়োস্যাপ বায়োডিগ্রেডেবল প্যাড। বাজারচলতি স্যানিটারি প্যাডের অধিকাংশই তৈরি হয় ননবায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক দিয়ে। ফলে এক একটি ব্যবহার করা প্যাড মাটিতে মিশে যেতে ৫০০-৮০০ বছর লেগে যায়। হিসেব করলে দেখা যাবে, এক একজন মহিলা তাঁর ঋতুচক্রে মোট ১২৫ কেজি ননবায়োডিগ্রেডেবল বর্জ্য জমা করেন। সেই হিসেবে ভারতের অন্তত সাড়ে ৩৫ কোটি মহিলা কতটা জৈবিক বর্জ্য জমা করছেন, সেই সংখ্যাটা আকাশছোঁয়া। কাজেই দূষণ ও রোগের প্রাদুর্ভাবও বাড়ছে পাল্লা দিয়েই। কিন্তু সেলিগো বায়োস্যাপে প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয় না। এতে থাকে সিন্থেটিক পলিমার।

বাজারচলতি প্যাডের উপরে থাকে হাইড্রোফোবিক সিট যা পলিপ্রপিলিন (প্লাস্টিক উপাদান) দিয়ে তৈরি হয়। এই সিট বেশিক্ষণ শরীরে সংস্পর্শে থাকলে র‍্যাশ, চুলকানির মতো ত্বকের সমস্যা হতে পারে। কিন্তু বায়োডিগ্রেডেবল সেলিগো বায়োস্যাপ স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করলে ত্বকের ক্ষতি হবে না বলেই দাবি গবেষকদের।

ঋতুকালীন সময়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, পিরিয়ড নিয়ে সচেতনতার অভাব, লজ্জা-সঙ্কোচ, নানারকম অন্ধবিশ্বাস যখন চেপে বসে থাকে তখন সে পরিস্থিতিকে 'পিরিয়ড পভার্টি' বলে। ভারত শুধু নয়, বিশ্বের অনেক দেশই এখনও পিরিয়ড পভার্টির শিকার। ভারতের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে এখনও মহিলারা স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবহার শেখেননি। ঋতুকালীন সময়ে ভরসা এক টুকরো কাপড় বা কোনও অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য। ঋতুস্রাব নিয়ে এখনও কথা বলতে সঙ্কোচ করেন সেসব এলাকার মহিলারা। কিশোরী মেয়েরাও ঋতুকালীন সময় পরিচ্ছন্নতা মেনে না চলায় নানা রকম রোগের শিকার হয়। এই পরিস্থিতিতে পরিবেশবান্ধব এই নতুন স্যানিটারি প্যাড সহজলভ্য হলে ভারতের বহু মহিলা উপকার পাবেন বলে মনে করছেন গবেষকরা।

অনলাইনে চলা জুয়ার আসরে হানা দিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। রবিবার দুপুরে ধৃত দুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলো

শিলিগুড়ি। প্রধাননগর থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে সমরনগর বটতলা এলাকার একটি বাড়িতে অনলাইন মাধ্যমে অবৈধভাবে জুয়ার আসর চলছে। সেইমতো শনিবার রাতে ওই বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে গ্রেফতার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ।ধৃত দুজন হল রঞ্জন চক্রবর্তী ও সুজিত চৌধুরী।পুলিশ সূত্রে জানাগেছে রঞ্জন সমরনগর বটতলা এলাকার বাসিন্দা এবং সুজিত চৌধুরী শিলিগুড়ি রাজিবনগর এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে বটতলা এলাকার একটি বাড়িতেই এই জুয়ার আসর চলছিল ।রবিবার ধৃত দুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় আরো কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা তদন্ত শুরু করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

জলপাইগুড়িতে পৌঁছেছেন বিরোধীদলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারী

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়িতে শুভেন্দু অধিকারী কর্মী সমর্থকদের দেখে গাড়ি থেকে নেমে কর্মী সমর্থকদের সাথে মিলেমিশে একাকার।ফুলের তোড়া দিয়ে তাকে বরণ করলেন জলপাইগুড়ি বিজেপির প্রার্থী সহ কর্মী সমর্থকরা। উত্তরবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী পঞ্চায়েত ভোট প্রচারে। জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে যাওয়া পথে তিস্তা সেতু সংলগ্ন বালাপাড়া এলাকায় কর্মী সমর্থক এবং প্রার্থীদের অনুরোধে দাঁড়িয়ে পড়েন শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়। সদর ব্লকের বিবেকানন্দ পল্লী এলাকার বিজেপি প্রার্থী এবং বাসিন্দাদের একাংশ অধিকারীকে কাছে পেয়ে খুশি প্রকাশ করলেন।

উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের ডিসিআইসিতে প্রস্তুতি সম্পন্ন

উত্তর দিনাজপুর ঃ রাত পেরোলেই পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে হাতে আর বাকী মাত্র কয়েক ঘন্টা। ফলে শেষ মূহুর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে সমস্ত জায়গার পাশাপাশি ইটাহারেও। শুক্রবার উত্তর দিনাজপুর জেলার পোরষা এলাকায় অবস্থিত সরকারি পলিটেকনিক কলেজের ডিসিআরসি সেন্টারে সকাল থেকে ভিড় ভোট কর্মীদের। জানাযায়, ইটাহার ব্লকে মোট ২৪৫ টি বুথ এবং মোট ভোট কর্মী প্রায় পনেরশো জন। ফলে এদিন ডিসিআরসি সেন্টারে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ইটাহার ব্লক প্রশাসনের তরফে পোলিং পার্সোনেলদের নথী যাচাই করে কুড়িটি কাউন্টার থেকে তাদের হাতে ভোট পরিচালনার বিভিন্ন সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। এরপর তারা নিজ নিজ বুথের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট গাড়ি নিয়ে রওনা দেয়। পলিটেকনিক কলেজের ডিসিআরসি সেন্টারে প্রশাসনের তরফে এদিনের সামগ্রিক প্রস্তুতি পরিদর্শনে আসেন ইটাহার ব্লক নির্বাচনী অবজার্ভার সপ্তর্ষি নাগ। তিনি ইটাহার ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অমিত বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে ডিসিআরসি সেন্টারের সমস্ত কার্যক্রম খতিয়ে দেখেন। মূলত, ভোট পরিচালনার ক্ষেত্রে যাতে প্রশাসনের তরফে কোন খামতি না থাকে সেই কারণে এই পরিদর্শন বলে জানাযায়। একই সাথে এদিন ভোট কর্মীরা ভোট পরিচালনার সরঞ্জাম সংগ্রহ করে কার্যত আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে বুথে বুথে রওনা দিচ্ছেন বলে জানান। সবমিলিয়ে প্রশাসনের তরফে চূড়ান্ত ব্যস্ততা লক্ষ্য করা গেল এদিন ইটাহার পলিটেকনিক কলেজের ডিসিআরসি সেন্টারে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট লুটের আশঙ্কা করছেন তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী

উত্তর দিনাজপুর ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট লুটের আশঙ্কা করছেন ইসলামপুরের তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী। পুলিশ ঠিক না থাকলে এবার মানুষ চুপ থাকবে না, বললেন ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী।শুক্রবার নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনি আশঙ্কা করছেন তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী।ইসলামপুর ব্লকের আগডিমটি খুন্তি গ্রাম পঞ্চায়েত, মাটিকুন্ডা ১ ও মাটিকুন্ডা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে ভোট লুটের আশঙ্কা করছেন তিনি। তিনি বলেন ওই সব এলাকায় সন্ত্রাস চালিয়ে ভোট লুঠ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু পুলিশ ঠিক না থাকলে মানুষ চুপ থাকবে না।

কোচবিহারের কালামাটিতে বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে নির্বিচারে গুলি, পরিবার বিএসএফ ক্যাম্পে রাত কাটাল

কোচবিহার ঃগতকাল রাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয় তিনজন বিজেপি কর্মী। এবং একজন গুরুতর আহত। বিজেপি প্রার্থীর বাড়ির সামনে এলোপাথাড়ি গুলি চালানোর অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কার্য তো এই ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দিনহাটার সীমান্তবর্তী গ্রাম কালমাটি। রাতের আতঙ্ক কাটাতে বিজেপি প্রার্থীর বাড়ির লোকেরা বিএসএফ ক্যাম্পে রাত্রে যাপন করেছে। সকাল থেকে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ প্রকাশ করছে। কার্য তো ভোটের মরশুমে কাল মাঠে উত্তপ্ত হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ আতঙ্কের পাশাপাশি অসন্তোষ প্রকাশ করেছে সরকারের ওপর। প্রশাসন নির্বিকার হয়ে গতকাল রাতের দাঁড়িয়েছিল বলেও অভিযোগ করেছেন তারা। ভোটের আগ মুহূর্তেও এখনো পর্যন্ত দেখা মেলেনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর। সব মিলিয়ে উত্তপ্ত কালমাটি গ্রাম

সিকিমের সরকারি বাস ১০ নং জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায়, আহত ১২ জন

সিকিম ঃপশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পরলো সিকিমের সরকারি বাস। গুরুতর আহত অন্তত ১২ জন যাত্রী অল্পের জন্য খাদে পরার থেকে বাঁচলো যাত্রীবাহী গোটা বাস। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে একটি ছোটো চারচাকা গাড়ির সঙ্গে সিকিম থেকে শিলিগুড়িগামী সিকিমের বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাটি ঘটেছে মাল্লি থানার অধীন মামখোলায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। দুর্ঘটনার জেরে যানজটের সৃষ্টি হয় জাতীয় সড়কে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মাল্লি থানার পুলিশ ও তিস্তা রঙ্গিত রেসকিউ টিম। তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে সিকিমের রঙ্গফু হাসপাতালে নিয়ে যায়। বাকি যাত্রীদের জন্য বিকল্প গাড়ির ব্যবস্থা করে পুলিশ। ঘটনায় আশঙ্কাজনক ওই গাড়ির চালক সহ ১২ জন। অন্যদিকে, পুলিশ সূত্র জানাগেছে ওই ঘটনার জেরে শিলিগুড়ি থেকে সিকিমগামী সমস্ত বাস নজরদারি শুরু করে পুলিশ। অতিরিক্ত যাত্রীদের বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে।

রাজগঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে অগ্নিসংযোগ

শিলিগুড়ি ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা।শুক্রবার ভোররাতে রাজগঞ্জের টাকিমারিতে ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনায় বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে শাসক দল। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এলাকায় টহলদারি কেন্দ্রীয় বাহিনীর।মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের টাকিমারি বাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থায়ী পাকা পার্টি অফিস রয়েছে।অগ্নিকান্ডের জেরে পুড়ে গিয়েছে পার্টি অফিসে থাকা দলীয় ঝান্ডা, ব্যানার, কাগজপত্র সহ কিছু আসবাবপত্র।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানা ও মিলনপল্লী ফাঁড়ির পুলিশ।আশুতোষ রায় নামে এক তৃণমূল সমর্থক বলেন, আমার বাড়ির পাশেই ওই কার্যালয়। ভোরবেলা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে বের হতেই পোড়া গন্ধ নাকে আসে। তখন কিছুটা এগিয়ে দেখি কার্যালয়ের ভিতরে আগুন লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি দলীয় নেতৃত্বকে জানানোর পর তারা ঘটনাস্থলে আসেন। বিরোধীরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে তার অভিযোগ। একই অভিযোগ করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা হরিপদ রায়। তিনি বলেন, এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য বিজেপি এই আগুন ধরিয়েছে। দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।অন্যদিকে এই বিষয়ে বিজেপির রাজগঞ্জ ব্লকের সভাপতি নিতাই মন্ডল বলেন, টাকিমারিতে তৃণমূলের পার্টি অফিসে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় বিজেপির কেউ জড়িত নেই। বিজেপি কর্মীদের ফাঁসানোর চক্রান্ত করছে শাসক দল।এছাড়া রাজগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের শাসিয়ে চলছে তৃণমূল কংগ্রেস। এছাড়াও এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়।

নেপাল থেকে অবৈধভাবে ভারতে ঢোকার সময় ২টি গরুসহ আটক ১ জন

শিলিগুড়ি ঃ ভারত নেপাল সীমান্তের বড় মনিরাম জোত থেকে অবৈধভাবে নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশের সময় ২ টি গরু সহ গ্রেফতার ১ ব্যক্তি। নকশালবাড়ির ভারত নেপাল সীমান্তে বড় মনিরাম জোতে টহলদারি চালানোর সময় অবৈধ ভাবে নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশের সময় ২ টি গরু সহ ১ ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করে এসএসবি। ধৃত ব্যক্তিকে নকশালবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধৃত ব্যক্তির নাম মহম্মদ ইসলাম (৬০) সে ছোট মনিরাম জোতের বাসিন্দা। আজ ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে।

নিরাপত্তা ও সাম্মানিক না পাওয়ায় রাজগঞ্জ ডিসিআরসি'তে বিক্ষোভ ভোট কর্মীদের

জলপাইগুড়ি ঃ নিরাপত্তা ও সাম্মানিক না পাওয়ায় রাজগঞ্জ ডিসিআরসি'তে বিক্ষোভ দেখালো ভোট কর্মীরা। রাজগঞ্জ মহেন্দ্রনাথ হাইস্কুলে ওই ডিসিআরসিতে বিক্ষোভে সামিল হন শতাধিক ভোট কর্মী।নিরাপত্তা না পেলে তারা ভোট কেন্দ্রে যাবেন না বলে হুঁশিয়ারি দেন।আগামীকাল পঞ্চায়েত ভোট।রাজগঞ্জ ব্লকের জন্য ডিসিআরসি করা হয়েছে রাজগঞ্জ মহেন্দ্রনাথ হাইস্কুলে।ভোট করানোর সমস্ত সরঞ্জাম নিলেও নিরাপত্তা ও সাম্মানিক না পাওয়ায় রাজগঞ্জ ডিসিআরসি'তে বিক্ষোভে সামিল হন ভোট কর্মীরা।দিব্যেন্দু সাহা নামে এক ভোট কর্মী বলেন, ভোট গ্রহণের জন্য প্রযোজনীয় সরঞ্জাম তারা নিয়েছেন।উচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুসারে ভোট কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার কথা।কিন্তু সেই ব্যবস্থা নেই।এছাড়া ভোটে ডিউটি করার জন্য যে খরচের টাকা দেওয়ার কথা তাও দেওয়া হচ্ছে না।নির্দিষ্ট ক্যাশ কাউন্টার ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও কোনো সদুত্তর মেলেনি।অবিলম্বে সুরাহা না হলে তারা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যাবেন না বলে হুঁশিয়ারি দেন।

আট গ্রামপঞ্চায়েত দখলে বিজেপির, কড়িধ্যা আবীর খেলা বিজেপির

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) - বীরভূম জেলার আটটি গ্রামপঞ্চায়েত দখল করলো বিজেপি । নলহাটি একনং ব্লকের হরিদাসপুর গ্রামপঞ্চায়েতে কুড়িটি আসনের মধ্যে বিজেপি আট,তৃনমূল সাত, সিপিএম দুই,কংগ্রেস তিনটি আসনে জয়ী হয়েছে । সিউড়ি একনং ব্লকের কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতের সাতেরো আসনের মধ্যে বিজেপি নয় এবং তৃনমূল আটটি আসনে জিতেছে । কড়িধ্যায় আবীর খেলায় মেতে উঠে বিজেপি কমী সমর্থকেরা । বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, মানুষের রায়ে কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েত দখল করেছি । তৃনমূল নেতাদের প্যাকেটে তালা মেরেছে কেন্দ্র সরকার । কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতকে মডেল গ্রামপঞ্চায়েত করবো । ২০১৮ পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের বিজেপি কার্যকর্তা শ্যামসুন্দর গড়াই আক্রান্ত হয়েছিল তার হাত ভাঙ্গা হয়েছিল । আজ তার নেতৃত্বে কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েত দখল করলাম । ভুরকুনা গ্রামপঞ্চায়েতে চোদ্দো আসনের মধ্যে তৃণমূল এগারো,বিজেপি দুই এবং সিপিএম একটি আসনে জিতেছে । মহম্মদবাজার ব্লকের কাপিসটা,রামপুর গ্রামপঞ্চায়েত দখল করেছে বিজেপি । গনপুর গ্রামপঞ্চায়েত দখল করেছে তৃণমূল । খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর গ্রামপঞ্চায়েতের চোদ্দো আসনের মধ্যে বিজেপি সাত,নির্দল দুই এবং তৃনমূল পাঁচটি আসনে জিতেছে । নলহাটি দুইনং ব্লকের বারা এক এবং বারা দুইনং গ্রামপঞ্চায়েত জিতেছে বাম কংগ্রেস জোট । নলহাটি একনং ব্লকের কয়থা গ্রামপঞ্চায়েতের আঠারো আসনের মধ্যে তৃণমূল নয়, সিপিএম আট এবং বিজেপি একটি আসনে জিতেছে ।

তৃণমূল কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠলো স্থানীয় কংগ্রেসের একাংশ কর্মীদের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে মানিকচক ব্লকের গোপালপুর এলাকায় তৃণমূল কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠলো স্থানীয় কংগ্রেসের একাংশ কর্মীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় কয়েকজন তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছেন। এমনকি তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। পাল্টা তৃণমূলের বিরুদ্ধে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা তাদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলেছেন। রবিবার রাতে গোপালপুরে আসীনটোলা এলাকায় এই গোলমালের ঘটনার পর সোমবার সকাল থেকেই তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মধ্যে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। যদিও এই ঘটনায় মানিকচক থানায় উভয় পক্ষই অভিযোগ জানিয়েছে । পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মানিকচক থানার পুলিশ। গোপালপুরের আসিনটোলা এলাকার স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, রবিবার রাতে কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীয়া জোর করে তৃণমূলের কয়েকজন কর্মীকে তাদের দলের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাতে প্রতিবাদ করেন তৃণমূলের কয়েকজন কর্মী। আর এনিয়ে শুরু হয় বচসা। গভীর রাতে কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা কয়েকজন তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাদের মারধর করে। ভাঙচুর করা হয় ঘরবাড়িও। মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র জানিয়েছেন, আমাদের দলের আসিনটোলা এলাকার কিছু কর্মীকে জোর করে কংগ্রেসীরা তাদের মিটিং , মিছিলে নিয়ে যাওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছিল। সেই হুমকির প্রতিবাদ করাতেই তাদের ওপর হামলা চালানো হয়। এমনকি কয়েকজন কর্মীর বাড়ি ও ভাঙচুর করা হয়েছে । তৃণমূলের কয়েকজন কর্মীরকে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়েছে। কংগ্রেসিদের এই হামলার ঘটানে বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পুলিশকে বলেছি অবিলম্বে যাতে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয়। এদিকে মানিকচকের কংগ্রেস দলের প্রাক্তন বিধায়ক মুত্তাকিন আলম জানিয়েছেন, তৃণমূলেরই কর্মীরা এলাকায় সন্ত্রাসে চালানো শুরু করেছে। কংগ্রেস কর্মীদের অযথাই ভয় ভীতি দেখানো হচ্ছে। আমাদের দলের এক মহিলা কংগ্রেস প্রার্থী ও কয়েকজন কর্মীকে মারধর করা হয়েছে। দলের পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। মানিকচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনাটি নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। গোপালপুরের আসিনটোলা এলাকায় গ্রামের উত্তেজনার পরিস্থিতি ঠেকাতে পুলিশি টহলদারি চালানো হচ্ছে।

বোম ফেটে চারজন আহত

কোচবিহার ঃ দিনহাটার গোসানিমারি দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সাত্তার মিয়া নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে হঠাৎ করে চার পাঁচটি বোম ফেটে যায়। ঘটনায় সাত্তার মিয়া সহ চারজন আহত হয়েছে। চারজনের মধ্যে দুইজন শিশু রয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সূত্রের খবর সাত্তার মিয়া বোম তৈরি এবং বোম সাপ্লাইয়ের কাজ করতো।

‘নেক্সট’ পরীক্ষার বিরোধীতা করে নির্দেশিকার প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ ছাত্র ছাত্রীদের

শিলিগুড়ি ঃ ‘মেডিক্যাল ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আয়োজিত ‘নেক্সট’ পরীক্ষার বিরোধিতা করে পরীক্ষার জন্য আসা নির্দেশিকার প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখালো ছাত্র ছাত্রীরা।শনিবার বিকেলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রধান গেটের সামনে এই পরীক্ষার জন্য আসা নির্দেশিকার প্রতিলিপি জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা। এদিন এই পরীক্ষার বিরোধিতা করে তারা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভেতর থেকে একটি মিছিল করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রধান গেটের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের অভিযোগ এই নেক্সট পরীক্ষার জন্য প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে পুনরায় প্রথম বর্ষের সিলেবাস থেকে প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। তার ফলে তারা নানা সমস্যায় পড়বে। ফলে ডক্টরস ডে এর দিন এই পরীক্ষার বিরোধিতা করে তারা প্রতিবাদে সামিল হয়।

শিলিগুড়ি ব্যবসায়ী অপহরণ মামলার প্রধান অভিযুক্ত গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীকে অপহরণের ঘটনায় গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত । আজ পেশ করা হল আদালতে । ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত শালুগাড়া বাজার এলাকা থেকে মূল অভিযুক্ত মহম্মদ রাজ কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ । সম্প্রীতি শিলিগুড়ি ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে রেগুলেটেড মার্কেটের এক লেবু ব্যবসায়ী প্রভাকর সিং এর অপহরণের ঘটনা ঘটে । যদিও অপহরণের পরের দিনই সেই লেবু ব্যবসায়ী কে ছেড়ে দেয় অপহরণকারীরা । তবে অপহরণের মামলায় তদন্তে নেমে প্রধাননগর থানার পুলিশ প্রথম যে গাড়িতে অপহরণ হয়েছিল সেই গাড়িটি উদ্ধার করে এবং তার পর গ্রেপ্তার করা হয় গাড়ি চালককে । গাড়ির চালককে গ্রেপ্তারের পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় প্রধান নগর থানার পুলিশ । তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পর গতকাল রাতে ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত শালুগাড়া বাজার এলাকা থেকে এই অপহরণ কাণ্ডের মূল মাথা মহম্মদ রাজকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় প্রধান নগর থানার পুলিশ । আজ ধৃত মহম্মদ রাজ কে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করে প্রধান নগর থানার পুলিশ । পাশাপাশি এই অপহরণ কান্ডে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা সে বিষয়েও তদন্ত করছে প্রধান নগর থানার পুলিশ ।

দেশবন্ধুপাড়ে একটি দোকানে আগুন, আশেপাশের লোকজনের সতর্কতায় বড় বিপদ এড়ানো গেল

শিলিগুড়ি ঃ দেশবন্ধুপাড়া হয়ে এনজেপি জাবার প্রধান সড়কের পাইপ লাইন সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ধারে থাকা একটা নাচের ড্রেস তৈরীর দোকানে আগুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। বৃষ্টির কারণে একটু তারাতারি রাত ৯টা থেকে ৯৩০ মধ্যে দোকান মালিক দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান।এরপর আগুন আগুন শুনে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে দেখেন তাদের দোকান থেকে ধোঁয়া বেড় হচ্ছে।খবর যায় ওর্য়াডের কাউন্সিলর বিমান তপাদার ও দমকলে।তাঁর আগে এলাকাবাসী ও স্থানীয় দোকান মালিকের আগু নেভানোর কাজে লেগে পরেন।এরি মধ্যে প্রচন্ড বৃষ্টির ফলে আগু বেশি একটা ছড়ায়নি। প্রথমে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনা স্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজ করতে থাকেন।এরপর দমকলের আরেকটি ইঞ্জিনিয়ার এসে দক্ষতার সাথে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।৩৪ নম্বর ওর্য়াডের কাউন্সিলর বিমান তপাদার প্রাথমিক ভাবে জানান বিদ এর সর্টর্সাকিটের ফলেই আগু লেগেছে।তিনি এলাবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে আগুন নেভানোর কাজের জন্য

এশিয়ান হাইওয়ে২ এ সকালে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ২ জন

শিলিগুড়ি ঃ ফের সাত সকালে এশিয়ান হাইওয়ে ২ সড়কে পথ দুর্ঘটনা , নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল মাল বোঝাই পিকআপ ভ্যান। ঘটনায় আহত চালক ও সহ চালক ।ঘটনা ঘটেছে খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন শিমুলতলা এলাকায়। জানা গিয়েছে , শিলিগুড়ি থেকে বিহারের দিকে যাচ্ছিল পিকআপ ভ্যানটি, হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় । স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে । পরে বাতাসি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।

রবিবার সাতসকালে দুর্ঘটনার কবলে পুলিশের পাইলট ভ্যান। গুরুতর আহত এ,এস,আই সহ পুলিশের গাড়ির চালক

জলপাইগুড়ি ঃজলপাইগুড়ি থেকে বানারহাট যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পুলিশের পাইলট ভ্যান। রবিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের ঠাকুরপাঠ এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ এর উপর। দূর্ঘটনায় গুরুতর জখম দুজন পুলিশ কর্মী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পরপর তিনটি গাড়ি। পুলিশের পাইলট ভ্যানটি বানারহাট অভিমুখে যাওয়ার সময় একটি গাড়িকে পাশ কাটাতে গিয়ে গয়েরকাটার দিক থেকে আসা একটি দুধের গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এরপর একটি কংঃটেইনার দুধের গাড়ির পিছনে এসে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় পুলিশের গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ধূপগুড়ির দমকল বাহিনী পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে দুর্ঘটনাস্থলে ও হাসপাতালে পৌঁছায় ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ও ট্রাফিক ওসি। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এ,এস,আই পরিতোষ বর্মন সহ মোট ৪ জন পুলিশ কর্মী জলপাইগুড়ি থেকে বানারহাট লক্ষীপাড়া চা বাগানে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় এএসআই পরিতোষ বর্মন সহ কনস্টেবল বিট্টু বিশ্বকর্মার আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাদের জলপাইগুড়িতে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনা প্রসঙ্গে, ডিএসপি বিক্রমজিৎ লামা টেলিফোনে জানান জলপাইগুড়ি থেকে বালারহাটে যাওয়ার পথে ধুপগুড়ির কাছে দুর্ঘটনা কবলে পড়ে পাইলট ভ্যান গুরুতর আহত পুলিশ কর্মী। আহত দুজনকে ধুপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। ঘটনায় পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

ভুল বুঝিয়ে বিজেপির মিটিং এ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সিপিআই(এম) প্রার্থী হিসাবে প্রচার করলেন মামনি সরকার

জলপাইগুড়ি। আবার ও বামফ্রন্টের পতাকার মাঝে মামনি সরকার সিপিআই(এম) এই আছেন।সাফ জানিয়ে দিলেন জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭৪০ নং বুথের রায়পাড়া বানেভাসা পাড়ার সিপিআইএম প্রার্থী মামনি সরকার। ভুল বুঝিয়ে নিয়ে গিয়ে মামনি সরকারকে ধরানো হয়েছিল বিজেপির পতাকা এদিন জানিয়েছেন তিনি। এদিন তিনি এলাকায় সিপিআইএম প্রার্থী হিসেবেই প্রচার করেন। সঙ্গে ছিলেন জেলা পরিষদের ১১ নং আসনের প্রার্থী বিশ্বজিৎ মোহন্ত, সিপিআইএম সদর পশ্চিম এরিয়া সম্পাদক তপন গাঙ্গুলী, যুব নেতা সুরজ দাস, এলাকায় অপর সিপিআইএম প্রার্থী তনয় মোহন্ত।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

এডিস মশা দিনেরাতে কামড়ায়, স্বচ্ছঘোলা সব জলেতে জন্মায়

ঢাকা ঃ ডেঙ্গুর জন্য দায়ী এডিস মশার চরিত্রে পরিবর্তন এসেছে। সে এখন দিনে রাতে সব সময়ই কামড়ায়। এর পিছনে রয়েছে আলোক দূষণ। আর শুধু জমানো স্বচ্ছ জল নয়। স্বচ্ছঘোলা যেকোনো ধরনের জমানো পানিতেই এডিস মশা জন্ম নেয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক কীটতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশার তার সর্বশেষ গবেষণা উদ্ধৃত করে এই তথ্য জনিয়েছেন। তার কথা,এ বছরে ডেঙ্গুর ঝুঁকির কথা আমরা আগেই জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম ডেঙ্গু এখন সারা বছরের রোগ। কিন্তু দুই সিটি কর্পোরেশন শুধু বর্ষা মৌসুমে তৎপর হওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের অনেকটা বাইরে চলে যাচ্ছে। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে আলাদা ব্যবস্থাপনা দরকার।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের হিসাব বলছে ডেঙ্গু এখন দেশের সব জেলায় (৬৪ জেলা) ছড়িয়ে পড়ছে। ঢাকায় এর প্রাদুর্ভাব বেশি হলেও সব জেলায়ই মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছেন। জুলাই মাসে ১০ দিনেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচ হাজার ৮৬৫ জন। আর মারা গেছেন ২৯ জন। আগের মাসের পুরো ৩০ দিনে আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচ হাজার ৯৫৬ জন। মারা গেছেন ৩৪ জন। আক্রান্তের হিসাবে পুরো জুন মাসের আক্রান্তের সমান আক্রান্ত হয়েছেন জুলাই মাসের ১০ দিনে। এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে জুলাই শেষে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ১৫ হাজার ছাড়িয়ে যাবে। কমিউনিটি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. লেনিন চৌধুরী বলেন,আমাদের চিকিৎসকেরা এরই মধ্যে ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসায় পারদর্শী হয়ে উঠেছেন । কারণ বাংলাদেশে অনেক আগে ডেঙ্গু শুরু হয়েছে। তবে পরিস্থিতি যে দিকে যাচ্ছে তাতে ব্যাস্থাপনার সংকট হতে পারে।

চলতি বছরের শুরু থেকেই চিকিৎসকরা ডেঙ্গু রোগী পেয়েছেন। প্রত্যেক মাসেই হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন। জানুয়ারিতে হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হন ৫৬৬ জন। এরপর ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এই সংখ্যা দুইশ জনের নিচেই থাকে। কিন্তু মে থেকে আবার বেড়ে এক হাজার ৩৬ জন হাসপাতালে ভর্তি হন। কিন্তু পরের দুই মাসে রোগীর রীতিমত উল্লম্ফন ঘটেছে। চলতি বছরে এপর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১৩ হাজার ৮৪৩ জন। আর মারা গেছেন ৭৬ জন। এই সময়ে ঢাকায় ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ৯ হাজার ৬৬৪ জন।

অধ্যাপক কবিরুল বাশার বলেন,আমরা গবেষণায় দেখেছি এডিস মশা এখন দিনেরাতে সব সময় কামড়ানোর কারণ বিশ্বব্যাপী এখন আলোক দূষণ ঘটেছে। এখন রাতেও উজ্জ্বল আলো থাকে। ফলে এখন তার কাছে দিনরাতের কোনো পার্থক্য নেই। আগে আমরা দেখতাম পরিস্কার জমানো পানিতে এডিস মশা হয়। কিন্তু এখন দেখছি যেকোনো জমানো পানি, ময়লা বা পরিস্কার সবখানেই এডিস মশা হয়। এমনকি লোনা পানিতেও সে জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারে। এই মশা পরিবেশের সাথে খুবই অ্যাডাপটিভ। সে সব অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে পারে। ফলে এখন ডেঙ্গু সব মৌসুমের রোগে পরিণত হয়েছে, শুধু বর্ষাকালের নয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জরিপে বর্ষা শুরুর আগেই দুই সিটি কর্পোরেশনের ৯৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৫৫টিতেই এডিস মশার উচ্চ ঘনত্ব পাওয়া যায়। ২০১৯ সালে ডেঙ্গু পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ হয়েছিলো। এবারের পরিস্থিতি তারচেয়েও খারাপ। গত পাঁচ বছরের মধ্যে ঢাকায় এডিস মশার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। আর এবার এটা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ডা. লেনিন চৌধুরী বলেন,সাধারণ এডিস মশা ছাড়াও বুনো ধরনের এডিস মশা আছে। তাদের বলা হয় এডিস অ্যালগোপিকটাস। ২০১৯ সালে এর উপস্থিতি আমরা প্রথম লক্ষ্য করি। এরা বনে গাছের কোটরে জমে থাকা পানি, ঝোপঝাড়ে জমে থাকা পনিতে জন্ম নেয়। এরাই সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

তিনি বলেন, ডেঙ্গুর লক্ষণেও পরিবর্তন এসেছে। আগে তীব্র জ্বর হতো, চোখ লাল হয়ে যেত, গায়ে র‍্যাশ উঠত। এখন সামান্য জ্বর বা জ্বর নেই, ডায়রিয়া, পাতলা পায়খানা এবং পেট খারাপেও ডেঙ্গু রোগী পাচ্ছি। এই লক্ষণই অনেক বেশি। ফলে অনেকে বুঝতেই পারছেন না যে তিনি ডেঙ্গু আক্রান্ত।

ঢাকার দুই সিটি এখন এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা অভিযান চালিয়ে এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গেলে জরিমানা করছেন। তবে মশা মারতে প্রচলিত ফগিং পদ্ধতিই ভরসা। গত অর্থবছরে (২০২২-২৩) দুই সিটি কর্পোরেশন মশা নিয়ন্ত্রণে খরচ করেছে ১৪৭ কোটি টাকা। কিন্তু তার কোনো ফল দেখা যাচ্ছে না।

অধ্যাপক কবিরুল ইসলাম বলেন,এডিস মশার লার্ভা ধ্বংস করতে হবে। মশার প্রজনন ক্ষেত্রগুলো বন্ধ করতে হবে। তাকে বায়োলজিক্যালি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর এটা যেহেতু ঘরে, গ্যারেজে সবখানে জন্মায় তাই সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। মানুষ জানে কোথায় এডিস মশা হয়। কিন্তু তারপরও সে সতর্ক হয় না। এটা এখন খুব জরুরি।

ড. লেনিন চৌধুরী জানান, শিশুরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। এর কারণ হলো তাদের প্রতি নজর দেয়া হচ্ছে না। তাদের চামড়াও পাতলা। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। আর তারা নিজেরাও জানে না। তাদের ব্যাপারে অভিভাবক, স্কুলের শিক্ষক সবার সতর্ক থাকতে হবে। আর ডেঙ্গুর নতুন উপসর্গ সম্পর্কে সবাইকে জানাতে হবে। যাতে তারা দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন, বলেন এই চিকিৎসক।

কবিরুল বাশার বলেন,যে ট্রেন্ড তাতে সামনের মাসে ডেঙ্গু রোগী আরো বাড়বে। তাই সচেতন করা ছাড়াও সিটি কর্পোরেশন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সরকারকে সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিতে হবে।

রাশিয়ার সমালোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া

মাস্কো ঃ ওয়াশিংটন কোনো একক রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না, প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চাওয়ায় কেউ সমালোচনা কেন করবে, এটাই আমি জানি না। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিজেও বারবার অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের বন্ধু ও অংশীদার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রও এটাই চায় বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় সোমবার নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এ মন্তব্য করেন তিনি। বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের বিষয়ে মার্কিন প্রশাসনের অবস্থানকে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলে রাশিয়া, চীন ও ইরান সমালোচনা করেছে, এই বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মিলার এসব কথা বলেন। বাংলাদেশে অবাধসুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের জন্য ওয়াশিংটনের আহ্বানকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে স্পষ্ট হস্তক্ষেপের আরেকটি প্রচেষ্টা বলে গত সপ্তাহে মন্তব্য করেছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা। এর জবাবে মিলার বলেন, ওয়াশিংটন কোনো একক রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না, প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে। আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে অন্য কোনো দেশ যখন কথা বলে, তখন আমরা সেটিকে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখি না। আমরা সেই আলোচনাকে স্বাগত জানাই। গণতন্ত্রকে আরও সমৃদ্ধ করার পথে সুযোগ হিসেবে দেখি। আমরা জানি না কেন অন্য কোনো দেশ এ বিষয়ে আপত্তি করবে। মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়ার বাংলাদেশ সফর প্রসঙ্গে মিলার বলেন, ১১ থেকে ১৪ জুলাই আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া বাংলাদেশ সফর করবেন। এ সময় তিনি রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট, শ্রম সমস্যা, মানবাধিকার, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এবং মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইসহ বিভিন্ন মানবিক উদ্বেগ নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলবেন। উজরা জেয়া বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে (ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীসহ) মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠন ও শ্রম অধিকার, সুশাসন এবং গণতন্ত্র নিয়েও কথা বলবেন।

৩৮ হাজার হাজি দেশে ফিরেছেন, ৯৮ জন মারা গেছেন

ঢাকা ঃ গত ২ জুলাই থেকে এ বছর হজযাত্রীদের ফিরতি ফ্লাইট শুরু হয়েছে। ১০ জুলাই পর্যন্ত সৌদি আরব থেকে ৩৮ হাজার ৪ জন হাজি দেশে ফিরেছেন। এ বছর ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে পবিত্র হজের নিবন্ধন শুরু হওয়ার পর ৯ দফা সময় বাড়িয়েও হজের কোটা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। হাব ও এটিএবি নেতাদের আশঙ্কা এ কারণে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জন্য হজযাত্রীদের কোটা কমিয়ে দিতে পারে সৌদি সরকার। দৈনিক যুগান্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী এই সময়ের মধ্যে ৭৪ জন পুরুষ ও ২৪ জন নারী মোট ৯৮ জন বাংলাদেশি সৌদি আরবে মারা গেছেন। মঙ্গলবার সরকারের হজ পোর্টাল থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এতে বলা হয়েছে, উল্লিখিত সময়ে মোট ফিরতি ফ্লাইটের সংখ্যা ৯৯টি। এর মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স পরিচালিত ফ্লাইট ছিল ৩৮টি এবং সৌদি এয়ারলাইন্সের ৪০টি ও ফ্লাইনাসের ২১টি। হজযাত্রীদের ফিরতি ফ্লাইট শেষ হবে আগামী ২ আগস্ট। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে সরাসরি হজ ফ্লাইট পরিচালনা করেছিল। গত ৫ জুলাই থেকে বিমান সৌদি আরব থেকে চট্টগ্রামের হাজিদের জেদ্দা ও মদিনা থেকে চট্টগ্রামে নিয়ে আসছে। এ বছর জেদ্দা ও মদিনা থেকে চট্টগ্রামে মোট ২৭টি ফিরতি হজ ফ্লাইট পরিচালনা করবে বিমান। এর আগে গত ২৭ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে এ বছর ১ লাখ ২২ হাজার ৮৮৪ জন হজ করেছেন। হজ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী হজ এজেন্সির সংখ্যা ৬০৩টি।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে 'বন্দুকযুদ্ধে' আরসা কমান্ডার নিহত

ঢাকা ঃ কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) ও রোহিঙ্গা অপরাধী চক্রের মধ্যে 'বন্দুকযুদ্ধে' আরসা কমান্ডার হোসেন মাঝি নিহত হয়েছেন। হত্যা, অপহরণ ও আধিপত্য বিস্তারসহ নানা অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। উখিয়া উপজেলার ১৭ নম্বর ক্যাম্পে এ আজ সকালে নিহত হোসেন মাঝি (৪০) আরসার অন্যতম শীর্ষ নেতা ছিলেন। কক্সবাজারের ৭ থেকে ৮টি শরণার্থী শিবিরে তার নির্দেশে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হতো বলে জানিয়েছেন কক্সবাজার ১৪ এপিবিএনের অধিনায়ক (অতিরিক্ত ডিআইজি) সৈয়দ হারুন অর রশীদ। ১৪ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) এই অধিনায়ক বলেন, 'পুলিশ আজ (সোমবার) খুব ভোরে ক্যাম্প ৮-এ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এই ক্যাম্পে গত শুক্রবারে ৬ রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয়েছিল।' 'অভিযানের সময় জানতে পারে ২০-৩০ জন সদস্য নিয়ে একটি অপরাধী চক্র ক্যাম্প ১৭ থেকে পুলিশ বাহিনীর দিকে আসছে।' এই

খবর পাওয়ার পর এপিবিএন সদস্যরা ক্যাম্প ১৭-এর দিকে আভিযান শুরু করে বলে জানান তিনি। অতিরিক্ত ডিআইজি বলেন, 'ভোর ৫টার দিকে ক্যাম্প ১৭ তে উভয় পক্ষ একে অপরের মুখোমুখি হলে অপরাধী চক্র পুলিশ দলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়।' 'জবাবে পুলিশ অপরাধীদের দিকে পাল্টা গুলি চালায় এবং বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়, যা সকাল ৭টা পর্যন্ত চলতে থাকে,' বলেন পুলিশ কর্মকর্তা। তিনি আরও বলেন, 'বন্দুকযুদ্ধের একপর্যায়ে অপরাধী চক্র পাশের পাহাড়ে চলে যায় এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে।' সকাল ৭টার পর তারা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে হোসেন মাঝির মরদেহ উদ্ধার করে বলে জানান। এ ব্যাপারে আইনি প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। শুক্রবার সকালে ক্যাম্প ৮-এ রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের (আরএসও) সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ৫ জন আরসা সদস্য নিহত হন। ওই দিন সন্ধ্যায় শিবিরের কাছেই আরেক আরসা সদস্যের ছুরিকাঘাত করা মরদেহ পাওয়া যায়। ঘটনার আগের দিন, আরএসও সমর্থক বলে ধারণা করে এক রোহিঙ্গা নেতাকে (সাব মাঝি) কাছের একটি শিবিরে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছিল। আরসা সদস্যরা ওই ঘটনা ঘটিয়েছিল বলে আভিযোগ আছে। কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ৩৩টি শরণার্থী শিবিরে প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা বসবাস করছে। তাদের বেশিরভাগই ২০১৭ সালে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সামরিক অভিযানের মুখে পালিয়ে এখানে এসেছিল।

বিরোধী দলের এজেন্টদের মারধর, সহিংসতা গণনার দিনেও

কলকাতা ঃ মনোনয়ন ও প্রচার পর্বের মতো পঞ্চায়েত ভোটের গণনার দিনও রক্ত ঝরলো। গণনা কেন্দ্রে বিরোধী দলের এজেন্টদের ঢুকতে বাধা।

মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গোনা শুরু হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ভোট গোনা চলছে ৩৩৯টি কেন্দ্রে। প্রতি গণনা কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য পুলিশ থাকলেও গণনা শুরুর আগেই অশান্তির খবর আসছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিভিন্ন দলের ৬১ জন আহত হয়েছেন। ৭৬টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে। ডায়মন্ড হারবারে ভোর থেকেই বোমাবাজির অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিরোধী দলের এজেন্টদের গণনা কেন্দ্রে ঢুকতে দেয়া হয়নি। গণনা কেন্দ্র ফকিরচাঁদ কলেজের কাছে বোমা পড়ে। বিষ্ণুপুরেও কেন্দ্রে বিরোধী দলের এজেন্টদের ঢুকতে না দেয়ার অভিযোগ ওঠে। বাম,কংগ্রেস ও বিজেপি একজোট হয়ে পথ অবরোধ করে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী একে 'ডায়মন্ডহারবার মডেল' বলে টুইট করেছেন।

এই জেলার ভাঙর দুই নম্বর ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় বোমাবাজি হয়েছে। এ দিন সকালে দিল্লি থেকে কলকাতা পৌঁছে সোজা ভাঙরে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

গণনা শুরুর আগে আমডাঙার দুটি পঞ্চায়েত এলাকায় দুই সিপিএম প্রার্থীকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। বনগাঁয় গণনা কেন্দ্রের বাইরে তৃণমূল এবং বিরোধীদের মধ্যে বচসা বাধে। দুই পক্ষের সংঘর্ষে দুই তৃণমূল কর্মীর মাথা ফাটে। গাইঘাটায় জমায়েত ভাঙতে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া কেন্দ্রীয় বাহিনীর।

ব্যতিক্রমী ছবি জেলার হরিহরপাড়ায়। তৃণমূল প্রার্থী ও তাঁর স্বামীকে মারধর করার, গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। গণনা কেন্দ্রে যাওয়ার পথে তাদের আটকানো হয়। ভয়ে কেঁদে ফেলেন তৃণমূল প্রার্থী। ভরতপুরের আমলাই গ্রাম থেকে তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে।

ডোমজুড়ের গণনা কেন্দ্র থেকে সিপিএম এবং বিজেপির এজেন্টদের মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এতে মাথা ফেটেছে বিরোধী সমর্থকের। বাগনান এক নম্বর ব্লকে বিরোধী এজেন্টদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে। প্রতিবাদে বাগনান থানা ঘেরাও করা হয়। হয় রাস্তা অবরোধও। পাঁচলায় একই অভিযোগ। প্রতিবাদে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিজেপি। সাঁকরাইলে গণনা কেন্দ্রের বাইরে উত্তেজনা তৈরি হয়। পুলিশ লাঠিচার্জ করে।

একাধিক জায়গায় আইএসএফ এবং বাম প্রার্থীদের মারধর করে গণনা কেন্দ্র থেকে বার করে দেয়ায় অভিযুক্ত তৃণমূল। জাঙ্গিপাড়ায় সিপিএমের কার্যালয়ে ঢুকে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ধনেখালির গণনা কেন্দ্রে বিরোধীদের মারধর করে তাড়িয়ে দেয়ার অভিযোগ উঠেছে।

পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া এক নম্বর ব্লকের গণনা কেন্দ্রে আহত হয়েছেন এক সিপিএম সমর্থক। অভিযোগ, সিপিএম এবং বিজেপি এজেন্ট দের গণনা কেন্দ্রে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছে। গলসি এক নম্বর ব্লকে বিরোধী দলের এজেন্টদের মারধর করার অভিযোগ উঠেছে।

পশ্চিম বর্ধমানের বারাবনি গণনা শুরুর আগে বারাবনি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কেন্দ্রের বাইরে তৃণমূল ও বিজেপির তুমুল বিতণ্ডা শুরু হয়। হাতাহাতি হয় দুই পক্ষের। কাঁকসায় তির-ধনুক নিয়ে তৃণমূলের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে।

নানুরে গণনা কেন্দ্রে সিপিএম ও কংগ্রেস এজেন্টদের ঢুকতে বাধা দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। কীর্ণাহারে মারধরের অভিযোগ তুলে রাস্তা অবরোধ করে বিরোধীরা।

বাঁকুড়ার শালতোড়ায় বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউড়ির গাড়ি লক্ষ করে পাথর ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিধায়কের গাড়ি গণনা কেন্দ্র থেকে কিছুটা দূরে রাখা ছিল। নদিয়ার তেহট্টে আধাসেনা জওয়ানের লাঠিচার্জে আহত হয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক তাপস সাহা। তিনি কেন্দ্রের বাইরে দলীয় সমর্থকদের সঙ্গে বিজয় উৎসবে সামিল হয়েছিলেন। পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় বোমা বিস্ফোরণে একজনের হাত উড়ে গিয়েছে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা গণনা শুরুর ঘণ্টা দুয়েক পর দপ্তরে আসেন। সহিংসতার অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''আমাদের কাছে অশান্তির অভিযোগ আসছে। আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।''

নির্বাচন ঘোষণার পর মাসখানেকের বেশি সময়ে ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নির্বাচনের দিন মারা গিয়েছেন ১৮ জন। দিনের পর দিন সহিংসতা চলছে। একটানা এই পরিস্থিতি থেকে কেন বেরোতে পারছে না পশ্চিমবঙ্গ? রাজনৈতিক বিশ্লেষক নীলাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''বিরোধী এবং শাসকদলের এই সংঘর্ষের ফলে নির্বাচন কার্যত মূল্যহীন হয়ে পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনের ওপর বিরোধী দল ও জনতা আস্থা হারিয়ে ফেলছে। তাই তারা নিজেরা হাতে অস্ত্র তুলে নিচ্ছে।''

রাজনৈতিক দলের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রবীণ সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র বলেন, ''এই হিংসা সারা বছরই থাকে। এখন একটা বড় ইভেন্ট হচ্ছে বলে, আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি। সরকার খুব একটা চায় না যে এসব মিটে যাক। অস্ত্র বাংলার রাজনীতিতে একটা স্থায়ী জায়গা নিয়ে নিয়েছে। রাজনীতিবিদরা সেটা অনুমতিও দিচ্ছেন।''

তুমুল সমালোচনার মুখে পড়া রাজ্য নির্বাচন কমিশনের গতকালের একটি নির্দেশ আজ শাসক দলকে আরো মরিয়া করে তুলেছে বলে মত সিনিয়র সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্যের। তিনি বলেন, ''প্রতি ব্যালটে প্রিসাইডিং অফিসারের সই দেখতে বলেছে কমিশন। এতে শাসক দল প্রমাদ গোনে যে, তাদের সামনে আরো বড় চ্যালেঞ্জ আছে। সে কারণে গণনার দিনও অশান্তি হচ্ছে। এসব ঘটনা যেহেতু মূলত সংখ্যালঘু এলাকায় ঘটছে, সেটা শাসকের ভোটব্যাঙ্কের পক্ষে অশনি সঙ্কেত।''

টেস্টিকুলার ক্যানসার থেকে সেরে ওঠা তরুণের কথা

ওয়াশিংটন ঃ টেস্টিকুলার ক্যানসার। সাধারণত ২০ থেকে ৪৫ বছর বয়সি পুরুষেরা এতে আক্রান্ত হন। এই ক্যানসার বিরল ঘটনা হলেও সময়মতো খেয়াল করে চিকিৎসা করাতে না পারলে প্রাণঘাতী হতে পারে। এই ক্যানসার কি সারানো যায়?

মাল্টে কুয়র একজন ট্রাইঅ্যাথলিট। প্রতিদিন অনুশীলন করেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। কিন্তু একসময় এসবের প্রতি ক্রমেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। কারণ পাঁচ বছর আগে তার জগত উলটে গিয়েছিল, তার অণ্ডকোষে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তিনি জানান, ''অণ্ডকোষে এক ধরনের ভার অনুভব করছিলাম। হালকা টান আর চাপও অনুভব হতো। তখন ভেবেছিলাম, 'আমি কি এখন সাঁতারে যাব, নাকি সরাসরি ইউরোলজিস্টের কাছে চলে যাবো?' কারণ... তখন আমার ভালো অনুভব হচ্ছিল না।'' মাল্টের বয়স তখন ছিল ২২। পড়াশোনা করতেন। এমন বয়সেই টেস্টিকুলার ক্যানসার হতে পারে। সাধারণত ২০ থেকে ৪৫ বছর বয়সি পুরুষেরা এতে আক্রান্ত হন। শুক্রাণু যেখানে গঠিত হয় সাধারণত সেখানে টেস্টিকুলার ক্যানসার হয়। চিহ্নিত করা না গেলে এটি অন্যান্য টিস্যুতে ছড়িয়ে পড়তে পারে, যেমন এপিডিডিমিস। ক্যানসারের কোষ যদি রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করে তাহলে তা পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থায় ব্যথা না করার বিষয়টি বিপজ্জনক। টেস্টিকুলার টিউমার খুব দ্রুত বড় হতে পারে ১০ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আকার দ্বিগুণ হতে পারে। তাই ধরা পড়ার পর দ্রুত চিকিৎসা করাতে হয়।

মাল্টের এখন মাত্র একটি অণ্ডকোষ আছে। তবে টেস্টোস্টেরনের মতো গুরুত্বপূর্ণ হরমোন তৈরির জন্য তা যথেষ্ট। অস্ত্রোপচারের পরও তার চিকিৎসা চলেছে।

তিনি বলেন, ''ভাবছি, 'টিউমার চলে গেছে। সবকিছু ঠিক আছে। লাইফ গোজ অন। আমি পড়াশোনা করতে পারবো, ডিগ্রি নিতে পারবো। একদিন চাকরি পাব।' তবে পেছন ফিরে তাকালে মনে হয়, এগুলো হয়ত সম্ভব ছিল না।''

কারণ, মাল্টের ক্যানসার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল যাকে বলে মেটাস্ট্যাটিস। তলপেটে পাঁচ সেন্টিমিটার দীর্ঘ একটি টিউমার ছিল। ২২ বছর বয়সে তাকে কেমোথেরাপি নিতে হয়েছে।

মাল্টে জানান, ''দুদিন খুব বিষন্ন ছিলাম। নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম, এমনকি, আমার শেষকৃত্য নিয়েও ভেবেছিলাম, কারণ আপনার একটা প্ল্যান বি থাকা প্রয়োজন। আমার আসলেই ভয়ংকর চিন্তা হয়েছিল। ২২ বছর বয়সে সেগুলো ভালো চিন্তা ছিল না। তবে এও ভেবেছিলাম যে, আমাকে লড়তে হবে।''

তিন মাস ধরে তাকে তিনবার কেমোথেরাপি নিতে হয়েছে। তার চুল পড়ে গিয়েছিল। জীবন পুরো বদলে গিয়েছিল।

ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ইয়াএল বোনিনগ্রুবার মাল্টের চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বলছেন, কেমো ছাড়া বিকল্প ছিল না।

কুঁচকিতে চাপের কারণে মাল্টেকে প্রায় চার মাস ক্যানসারের চিকিৎসা নিতে হয়েছে। ভাগ্য ভালো যে, তার সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা এখনও আছে। ফলোআপ বলছে, ক্যানসার আর ফিরে আসেনি। তবে সবার ভাগ্য এত ভালো হয় না। কারণ অল্পসংখ্যক রোগী ডাক্তারের কাছে যান। ক্যানসার যে আছে, সেটা হঠাৎ করেই ধরা পড়ে। মাল্টে বলেন, ''যদি খেয়াল না করতাম তাহলে হয়ত এতদিনে আমার জীবন শেষ হয়ে যেত। আমার মেটাস্ট্যাসিস হতো। সেক্ষেত্রে কেমোতে কাজ হতো না। তাই আমি যে সমস্যাটা খেয়াল করতে পেরেছি, তাতে আমি খুব খুশি। সবাইকে বলবো, তারা যেন পরীক্ষা করান।''

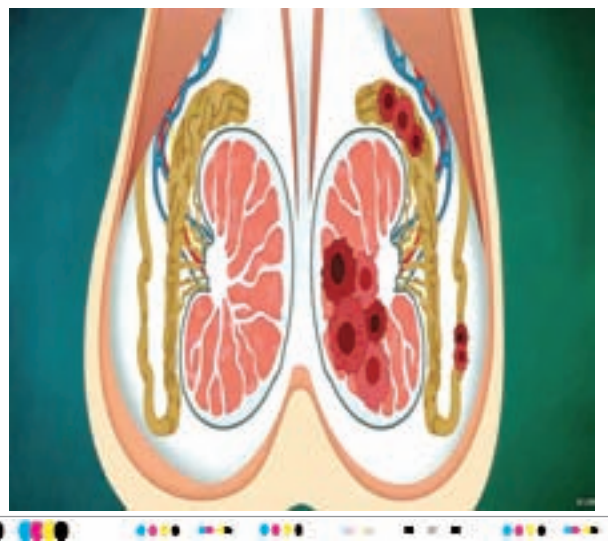

সম্পাদকীয়

জেন্ডার সমতা ও নারীর অধিকার নিশ্চিত করা বড় চ্যালেঞ্জ

বিশ্বে ১৯৯০ সাল থেকে প্রতিবছর ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হচ্ছে। জনসংখ্যা ইস্যুতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এসংক্রান্ত পরিবেশ ও উন্নয়নের সম্পর্ককে মাথায় রেখে জাতিসংঘ ও সদস্যদেশগুলো দিবসটি পালন করে আসছে। কারণ, বছর বছর বিশ্বে জনসংখ্যা বাড়ছে। বিপুল এই জনসংখ্যাকে দক্ষ করে গড়ে তোলা না গেলে, তাদের অধিকার নিশ্চিত করা না গেলে বিশ্বে অসাম্য আরও প্রকট হবে। জাতিসংঘের ২০২২ সালের বিশ্ব জনসংখ্যা সম্ভাবনা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯৮৭ সালের ১১ জুলাই বিশ্বে জনসংখ্যা ছিল ৫০০ কোটি। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালে ৭০০ কোটি আর ২০২২ সালের ১৫ নভেম্বর ৮০০ কোটিতে পৌঁছায়। আর চলতি বছর জাতিসংঘের স্টেট অব ওয়ার্ল্ড পপুলেশন প্রতিবেদন অনুযায়ী, পৃথিবীর জনসংখ্যা পৌঁছে গেছে ৮০০ কোটি ৪৫ লাখে। গত বছরের জাতিসংঘের বিশ্ব জনসংখ্যা সম্ভাবনা রিভিশনের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর বিশ্বে ৮ কোটি ৩০ লাখ মানুষ নতুন করে যোগ হচ্ছে। বিশ্বে মোট প্রজনন হার (টিএফআর) ক্রমাগত কমতে থাকলেও বৈশ্বিক জনসংখ্যার আকার বাড়ছে। বর্তমানে বিশ্বে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকেই ৪৯ দশমিক ৭ শতাংশ নারী। সংখ্যায় ও অনুপাতে অর্ধেক হলেও নারীদের জীবন, পরিবার ও কর্মজীবন প্রায়ই

জনমিতিক আলোচনায় উপেক্ষিত এবং জনসংখ্যা নীতিতে তাঁদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এ অবস্থায় তাঁরা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বাইরে থেকে যাচ্ছেন। এমন এক প্রেক্ষাপটে এবার বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ঠিক করা হয়েছে 'জেন্ডার সমতাই শক্তি ঃ নারী ও কন্যাশিশুর মুক্ত উচ্চারণে হোক পৃথিবীর অবারিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন'। বিশ্বে জেন্ডার সমতার অসীম সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে নারী ও মেয়েদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রেখে তাঁদের কণ্ঠস্বরকে ওপরে তুলে ধরতে হবে। ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে মিসরের রাজধানী কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনে (আইসিপিডি) বাংলাদেশসহ পৃথিবীর ১৭৯টি দেশে জনসংখ্যা ও উন্নয়নসংক্রান্ত যে কর্মসূচি চূড়ান্ত করেছে, তার কেন্দ্রে ছিল অধিকার ও উন্নয়ন। তখন থেকেই জনসংখ্যা ও উন্নয়ন এক নতুন 'প্যারাডাইম'(চালচিত্র) হয়ে ওঠে। এতে জনসংখ্যার পরিমাণগত দিকের চেয়ে গুণগত দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেখানে ব্যক্তির অধিকার ও পছন্দই হচ্ছে মুখ্য। এ ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবার পরিকল্পনার মতো বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এসব বিষয় জনসংখ্যা ও উন্নয়নের দেশীয় ও বৈশ্বিক নীতি পরিকল্পনায় যুক্ত হয়। আইসিপিডির গৃহীত কর্মসূচিতে বলা হয়, জনসংখ্যা বাড়ানো বা কমানো নয়, বরং সবার সুযোগ গ্রহণে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করা, প্রান্তিক বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, যেমন নারী, যুব, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অভিবাসী জনগোষ্ঠীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। জনমিতিক সহনশীলতা নিশ্চিত করতে সবার মানবাধিকার, ব্যক্তির প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার ও পছন্দকে গুরুত্ব দিতে হবে। ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০-২৪ বছর বয়সী বিবাহিত নারীদের ১৫ বছর কিংবা ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে হয়েছে। এই হার ২০২১ থেকে ২০২২ সালে উভয় ক্ষেত্রেই বেড়েছে। তবে ১৮ বছরের আগে এক বছরের ব্যবধানে বিয়ে বেড়েছে ৮ দশমিক ৫ শতাংশ। দেশে ১৬ বছরের আগে বিয়ে হয় ২৬ দশমিক ৭ শতাংশ আর ১৮ বছরের আগে ৫০ দশমিক ১ শতাংশ মেয়ের। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা নেই বা দরিদ্র পরিবারেই বাল্যবিয়ে বেশি। বাল্যবিয়ের সঙ্গে জড়িত রয়েছে কিশোরী মাতৃত্ব (২৩ দশমিক ৭ শতাংশ)। জাতিসংঘের স্টেট অব ওয়ার্ল্ড পপুলেশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীর প্রতি ১০০০ জনে প্রজনন বা জন্ম ৭৪, যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি। জেন্ডার অসমতার মূলে জনমিতি (লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন) কাজ করলেও নারী-পুরুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, মনস্তাত্ত্বিক, জৈবিক ইত্যাদি নানা কারণ জড়িত। জনসংখ্যার জনমিতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লিঙ্গভিত্তিক, বয়সভিত্তিক মানদণ্ডে রয়েছে বিভাজন। আবার সমতা আনয়নে রয়েছে প্রতিবন্ধকতা। এ ক্ষেত্রে প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার প্রাধান্য পেলে কাঙ্ক্ষিত সমাধান মিলবে। অন্যথায় সেবাপ্রাপ্তি, চলাচলে বাধাসহ নানা কারণে নারীরা তাঁদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেই থাকবে। পরিবার পরিকল্পনা সেবা মূলত নারীকেন্দ্রিক। এ ক্ষেত্রে পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত করাটা চ্যালেঞ্জ বটে। পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষদের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জেন্ডার অসমতা পরিবর্তনে পুরুষদের অংশগ্রহণে কার্যকর কৌশলপত্রের ঘাটতি রয়েছে। নারীর শিক্ষা, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হলে প্রজনন স্বাস্থ্যে তাঁদের পছন্দ ও অধিকার নিশ্চিত হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনে আফ্রিকায় দল ভারী হচ্ছে জঙ্গিদের

বোকো হারামের জঙ্গিরা যখন আলহাদজি ইয়ারোর গ্রাম লেক চাদে তাণ্ডব চালায়, তখন তিনি কিশোর। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, গ্রামের সব মানুষের দিকে বন্দুক তাক করে জঙ্গিরা বলছিল, 'আমরা তোমাদের উন্নত জীবন দেব।' গ্রামের যুবকদের বোকো হারামে যোগ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বলে, 'তোমরা সবকিছু পাবে।'

র‍্যাচেল চাসন
প্রাবন্ধিক

ইয়ারো ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু কিছুটা কৌতূহলও ছিল। তিনি বলছিলেন, তিনি তুলনামূলক প্রাচুর্যের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন। এরপর জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে তাদের পরিবারের আবাদি জমিতে শস্যের উৎপাদন ক্রমে কমতে থাকে। ২০১৫ সালে বোকো হারামের ওই তাণ্ডবের আগে বন্যায় ভুট্টা, বাজরাসব নষ্ট হয়ে যায়।

গবেষকেরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রা বাড়ছে। বাড়ছে খরা, ধারণার চেয়ে বৃষ্টিপাত কম হচ্ছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি বোকো হারামের তৎপরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে, জঙ্গিদের সহিংসতায় ইন্ধন জোগাচ্ছে বলে মনে করেন জঙ্গিগোষ্ঠীর সাবেক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সামরিক কর্মকর্তা ও গবেষকেরা। তাঁদের ভাষ্য, রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করা বোকো হারামের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন একটা 'সুযোগ'।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আফ্রিকার এই অঞ্চলের তরুণদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। তাদের জঙ্গিগোষ্ঠীতে ভেড়ানো সহজ হচ্ছে। চলতি বছর জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনেও বিষয়টি উঠে এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, ধর্মীয় মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নয়, মূলত কাজের সুযোগ হিসেবে আফ্রিকাজুড়ে তরুণেরা কট্টরপন্থী গোষ্ঠীগুলোতে নাম লেখাচ্ছে।

লেক চাদ এলাকার অবস্থানটা এমন যে চাদ, নাইজেরিয়া, ক্যামেরন ও নাইজারের সীমান্ত এখানে এসে মিলিত হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে বোকো হারামসহ অন্যান্য জঙ্গিগোষ্ঠী এই এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে আছে। গবেষকেরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তন লেক চাদ অঞ্চলে সংঘাতও বাড়াচ্ছে। কারণ, চরম ক্ষুধার মুখে মানুষ কট্টরপন্থীদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে মাছ ধরা ও কৃষিকাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রিকা কমান্ডের (আফ্রিকম) সামরিক কর্মকর্তারাও বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব লেক চাদসহ আশপাশের অঞ্চলে 'হুমকি' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জলবায়ু ও সংঘাতের মধ্যে যোগসূত্রের বিষয়টি তাঁরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। কেননা, জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা মালি ও বুরকিনা ফাসোর মতো দেশগুলো আফ্রিকমের আওতায়। সাহেল অঞ্চলের এসব দেশে ইসলামপন্থী জঙ্গিদের ব্যাপক তৎপরতা রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন এসব সংঘাতের কারণ নয়, কিন্তু সংঘাতের বিদ্যমান মাত্রাগুলোকে তা জটিল করে তুলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার যে সক্ষমতা মানুষের, সংঘাত তা কমিয়ে দিচ্ছে...যা নতুন সংঘাতের জন্ম দিচ্ছে।

আফ্রিকায় ফরাসি সামরিক বাহিনীর যত বড় ঘাঁটি আছে, তার একটি চাদে। ফরাসি এক সেনা কর্মকর্তাও জলবায়ু পরিবর্তন যে সংঘাত বাড়াতে ভূমিকা রাখছে, তাতে সম্মতি জানান।

সুইজারল্যান্ডভিত্তিক আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির (আইসিআরসি) প্রতিবেদন বলছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী যে ২০টি দেশ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে, সেগুলোর অর্ধেকের বেশি দেশে সশস্ত্র সংঘাত চলছে। ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষের দেশ চাদ তৃতীয় শীর্ষ ঝুঁকিতে।

জার্মানির চিন্তক প্রতিষ্ঠান আডেলফির জলবায়ু কূটনীতি ও নিরাপত্তাবিষয়ক প্রধান জননী বিবেকানন্দ বলেন, এসব সংঘাতের কারণ জলবায়ু পরিবর্তন নয়, কিন্তু সংঘাতের মাত্রাকে তা জটিল করে তুলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মানুষের সক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে সংঘাত...যা নতুন সংঘাতের জন্ম দিচ্ছে।

চাদের সেনাদের কাছে আত্মসমর্পণের পর থেকে একটি ধূলামলিন আশ্রয়শিবিরে আছেন বোকো হারামের সাবেক সদস্য আলহাদজি ইয়ারো। তিনি বলছিলেন, বোকো হারাম যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার কিছুই তারা পূরণ করেনি।

'যখন আমি তাদের কাছে গেলাম, তারা দিল কেবল একটি বন্দুক', বললেন ২৬ বছরের এই যুবক। এ সময় তার মুখ মলিন হয়ে এল, চোখ নামিয়ে নিলেন তিনি। ইয়ারো এত দিন যে সময়ের মধ্যে ছিলেন, তিনি তা ভুলে থাকতে চান। ইয়ারো বললেন, 'তারা আমাকে বলেছিল, যদি আমি খাবার পেতে চাই, তাহলে আমাকে লড়াই করতে হবে।'

প্রায় এক দশক আগে বোকো হারামের যোদ্ধারা লেক চাদে তৎপরতা শুরুর পর বহু মানুষের প্রাণ গেছে। একসঙ্গে পুরো গ্রামের বাসিন্দাদের অপহরণ করেছে তারা। তরুণদের তাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাপ দিয়েছে। যারা রাজি হয়নি, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

লেক চাদের অনেক দ্বীপই এখন 'বিপজ্জনক অঞ্চলের' অন্তর্গত। সেখানে বোকো হারামের আধিপত্য। গৃহহীন মানুষ এখনো নিজেদের বাড়িঘরে ফেরার সাহস পান না। মানবিক সহায়তা দেওয়া অধিকাংশ বেসরকারি সংস্থাও ওই অঞ্চলে কর্মকাণ্ড পরিচালনাকে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে।

সম্প্রতি লেক চাদের কৌলফৌয়া দ্বীপে গিয়ে দেখা যায়, শিশুরা খেলাধুলা করছে। মাছ বিক্রি করছেন নারীরা। এলাকার প্রধান মাহামাত আলি কোংগোই বললেন, আর্থিক বঞ্চনার কারণে এলাকার অনেক মানুষ কট্টরপন্থীদের দলে ভিড়ছে। এলাকার কিছু ছেলেপুলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়েছে, কিন্তু কৃষিকাজ বা মাছ ধরা ছাড়া তাদের সামনে কোনো পথ নেই।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য বলছে, ১৯৫১ থেকে ১৯৮০ সাল মেয়াদের তুলনায় গত তিন দশকে চাদের গড় তাপমাত্রা ২ দশমিক ৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট বেড়েছে। আর ব্রিটিশ গবেষকেরা জানাচ্ছেন, চাদসহ সাহেল অঞ্চলজুড়ে ঝড়বৃষ্টি তিন গুণ বেড়েছে এবং বৃষ্টিপাতের আগাম আভাস দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

ওই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই জানে না, জলবায়ু পরিবর্তন কী এবং এর কারণ কী-এ কথা উল্লেখ করে মাহামাত আলি কোংগোই বললেন, তাঁরা কেবল জানেন আবহাওয়া আর আগের মতো নেই। এ কারণে তাঁরা দিন দিন আরও গরিব হচ্ছেন।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য বলছে, ১৯৫১ থেকে ১৯৮০ সাল মেয়াদের তুলনায় গত তিন দশকে চাদের গড় তাপমাত্রা ২ দশমিক ৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট বেড়েছে। আর ব্রিটিশ গবেষকেরা জানাচ্ছেন, চাদসহ সাহেল অঞ্চলজুড়ে ঝড়বৃষ্টি তিন গুণ বেড়েছে এবং বৃষ্টিপাতের আগাম আভাস দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো এসবের সুযোগ নিয়েছে বলে মত দিলেন মাহামাত আলি। তিনি বললেন, তারা (বিভিন্ন গোষ্ঠী) এই পরিস্থিতিকে নিজেদের কার্যসিদ্ধিতে ব্যবহার করেছে। সর্বস্ব হারানো মানুষকে বুঝিয়ে নিজেদের দলে ভিড়িয়েছে।

লেক চাদের বালুময় পাড়ঘেঁষে গড়ে উঠেছে একটি অস্থায়ী গ্রাম। কৌলকিম গ্রামের বাইরে গড়ে ওঠা সেই অস্থায়ী আশ্রয়ে নলখাগড়া দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট ঘর। যেগুলোর ওপরে কম্বল, কাপড় বা ত্রিপল দেওয়া। বোকো হারামের তাণ্ডবে বাস্তুচ্যুত কয়েক শ পরিবার এসব ঘরে বাস করছে। স্থানীয় নেতারা জানান, কৌলকিমের এই অংশের প্রায় ২০০ পুরুষ হয় বোকো হারাম, নয়তো তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামিক স্টেট ওয়েস্ট আফ্রিকা প্রভিন্সের (আইএসডব্লিউএপি) সদস্য ছিলেন।

আলহাদজি ইয়ারো এখন চার সন্তানের বাবা। তিনি কৌলকিমের নলখাগড়া ও কম্বল দিয়ে বানানো ছোট একটি ঘরে থাকেন। ঘরটি এতই ছোট যে রান্নার সামগ্রী এর ওপর রাখতে হয়। ইয়ারো জানান, নাইজেরিয়ার সীমান্তঘেঁষা একটি দ্বীপে তিনি বেড়ে উঠেছেন। তাঁদের ইট-সুরকি দিয়ে বানানো বড় ঘর ছিল। মাছ, গরু, ছাগল, ভুট্টা-কোনো কিছুরই অভাব ছিল না।

তবে ইয়ারো জানান, কৈশোরেই তিনি লক্ষ করলেন, তাঁদের মাঠের ফসল আর আগের মতো হচ্ছে না। ফলে বন্যায় ফসলহানি ও বোকো হারামের আগমনের আগেই তিনি বুঝতে পারছিলেন, ভবিষ্যৎ হয়তো তেমন সুখের হবে না।

লেক চাদ অঞ্চলে বোকো হারামের সাবেক আরও ছয় সদস্যের সঙ্গে কথা হয়। তাঁদেরও গল্প প্রায় অভিন্ন। তাঁদের কেউ কেউ বোকো হারামে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কেউ হয়তো স্বেচ্ছায় নাম লিখিয়েছিলেন। কেউ আবার বললেন, আর্থিক অনটন ও সরকারের কর্মকাণ্ডে হতাশা থেকে জঙ্গিগোষ্ঠীতে যোগদানে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

বোকো হারামের সাবেক সদস্য মালিমিতি মাহামাত (৩৫) বলেন, ভালো কিছু হবে এমন আশায় তাঁরা জঙ্গিগোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিলেন, প্রতিশোধ (সরকারের বিরুদ্ধে) নিতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি আরও বললেন, তাঁরা বোকো হারামে যোগ দিয়েছিলেন, কারণ, শস্যের উৎপাদন কমে আসছিল, পানির স্তর বদলে যাচ্ছিল।

চিন্তক প্রতিষ্ঠান আডেলফির বিবেকানন্দ ও অন্যান্য গবেষকের মতে, জলবায়ু পরিবর্তন ও সহিংস সংঘাত মিলে মারাত্মক দুষ্টচক্র তৈরি করতে পারে।

যেসব এলাকায় সংঘাত নেই, সেসব অঞ্চলের মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চাইলে এলাকা ছাড়তে পারেন। বন্যার সময় শুকনা কোথাও আশ্রয় নিতে পারেন। কিংবা খরার কবলে পড়লে তুলনামূলক উর্বর এলাকায় যেতে পারেন।

কিন্তু যেসব অঞ্চলে কট্টরপন্থীদের তৎপরতা রয়েছে এবং তাদের দমনে সেনা অভিযান চলছে, যেমন লেক চাদ অঞ্চল, সেসব অঞ্চলে মানুষকে হয় না খেয়ে থাকতে হবে অথবা জঙ্গিদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় আশ্রয় নিতে হবে।

বিশ্ব ক্রমে উষ্ণ হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সাহেল অঞ্চল 'হট স্পট' হয়ে উঠতে পারে। বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রার চেয়ে অঞ্চলটির পারদ দেড় গুণ বেশি দ্রুত বাড়তে পারে। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আন্তসরকার প্যানেলের (আইপিসিসি) মতে, চলতি শতকের মাঝামাঝি অঞ্চলটিতে বছরের ৪০ দিনের বেশি তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস) ছাড়িয়ে যাবে। পানির সংকট বাড়বে এবং শস্যের উৎপাদন কমবে। এই অঞ্চলে জঙ্গি দমনে একটি বহুজাতিক বাহিনী লড়াই করছে। এর নেতৃত্বে আছেন ক্যামেরুনের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আসৌয়ালাই ব্লামা। তাঁর দাবি, বোকো হারামের সদস্যরা সেনাদের কাছে পরাস্ত হচ্ছে।

তবে তিনি যখন লেক চাদ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন, তখন শঙ্কিত হয়ে পড়েন। কেননা জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থ অঞ্চলটির যৎসামান্য যা সম্পদ আছে, তা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মধ্যে ভাগ হবে। সে ক্ষেত্রে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়বে।

বোকো হারামের সাবেক কয়েকজন সদস্য কিছুদিন সেনাবাহিনী পরিচালিত শিবিরে ছিলেন। পরে নিজেদের পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পান। তাঁরা বলছেন, আগে জীবিকা চালানোর যত সুযোগ ছিল, এখন তা সংকুচিত হয়ে পড়েছে। আবহাওয়ার খামখেয়ালি আচরণ ক্রমে বাড়ছে। একই সঙ্গে চাষযোগ্য ভূমি ও কট্টরপন্থীদের নাগাল থেকে মুক্ত থাকার জায়গা কমছে।

৩০ বছরে আহমাত সুলাইমান বোকো হারামের হয়ে লড়েছেন, পরে যোগ দিয়েছিলেন আইএসডব্লিউএপিতে। এরপর তিনি পালিয়ে আসেন। পরিবারের কাছে ফিরে আসার পর একে একে স্ত্রী ও সন্তানকে হারিয়েছেন। অসুখে তাঁরা মারা গেলেও সুলাইমান এ জন্য দারিদ্র্যকেই দায়ী করেন। সুলাইমান বলছিলেন, বোকো হারাম বা আইএসডব্লিউএপির কেউ যদি তাঁকে দলত্যাগকারী হিসেবে হত্যা না করেন, তাহলে তিনি আবারও জঙ্গি বলয়েই ফিরে যেতে চান। তাঁর কথা পরিষ্কার, 'ধুঁকে ধুঁকে মারা যাওয়া কোনো সমাধান হতে পারে না।'

সাময়িকী

কামিকা একাদশীর শুভ সময়, গুরুত্ব ও পুজো পদ্ধতি

চতুর্মাসে শ্রাবণ কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিকে কামিকা একাদশীকে বলা হয়। এবার কামিকা একাদশীর উপবাস ১৩ জুলাই। চতুর্মাসে ভগবান বিষ্ণু ৪ মাসের জন্য যোগ নিদ্রায় যান। এমন পরিস্থিতিতে কামিকা একাদশীতে পুজো করে ভগবান বিষ্ণুকে প্রসন্ন ও খুশি করতে ভক্তরা এই উপবাস পালন করেন। এটা বিশ্বাস করা হয় যে কামিকা একাদশীর উপবাসকারী ভক্তরা খারাপ কাজ থেকে মুক্তি পান এবং মোক্ষ লাভ করেন। আসুন জেনে নেই কামিকা একাদশীর উপবাসের শুভ সময়, যোগ, গুরুত্ব ও আচার।

নির্মাল্য গাঙ্গুলী
কলামিস্ট

কামিকা শুভ যোগ ও উপবাসের সময়

কামিকা একাদশীর সূচনা ঃ১২ জুলাই বিকাল ০৫.৫৯ টায়

কামিকা একাদশীর শুভ যোগ ঃ১৩ জুলাই, বৃহস্পতিবার। দেবগুরু বৃহস্পতি ও ভগবান বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় একাদশী তিথি। এই দিনে শূল যোগ এবং বুধাদিত্য যোগ গঠিত হবে। শূল যোগ ১২ জুলাই সকাল ০৯. ৪০ টা থেকে ১৩ জুলাই সকাল ০৮. ৫৩ টা পর্যন্ত হবে।

কামিকা একাদশীর সমাপ্তি ঃ১৩ জুলাই সন্ধ্যা ০৬.২৪ মিনিটে

কামিকা একাদশীর উপবাসের গুরুত্ব

কামিকা একাদশী চতুর্মাসে পড়ার কারণে শাস্ত্রে এই উপবাসের বিশেষ গুরুত্ব বলা হয়েছে। এটি শিব ভক্তদের জন্য বিশেষ কারণ কারণ এটি শ্রাবণ মাসে পালিত হয়। এই উপবাস পালনের মাধ্যমে জ্ঞাতসারে বা অজান্তে সংঘটিত পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কামিকা একাদশীর উপবাস অশ্বমেধ যজ্ঞের মতোই ফল দেয়। কামিকা একাদশীতে ভগবান বিষ্ণুকে তুলসী পাতা নিবেদন করলে একজন ব্যক্তি পিতৃ দোষ থেকে মুক্তি পায়। ভক্তদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

কামিকা একাদশীর উপবাসের আচার

কামিকা একাদশীর দিন, উপবাসকারীরা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে এবং তারপরে পুজো ঘরে সামান্য গঙ্গাজল ছিটিয়ে পবিত্র করে নিন। এর পরে, কাঠের চৌকিতে একটি হলুদ কাপড় বিছিয়ে ভগবান বিষ্ণুর মূর্তি বা ছবি স্থাপন করুন। প্রতিমাকে পঞ্চামৃত, ফল, বাদাম ও মিষ্টি নিবেদন করুন। এরপর নিয়মানুযায়ী পুজো, গল্প পাঠ ও আরতি করুন। পুজোর সময় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় মন্ত্র জপ করুন। ভগবান বিষ্ণুর পুজোয় তুলসীর ডাল অন্তর্ভুক্ত করুন। চতুর্মাস চলাকালীন ভগবান বিষ্ণু ক্ষীর সাগরে বিশ্রাম নেন। এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে, চতুর্মাসের একাদশীতে শ্রী হরির আরাধনা করলে দুর্যোগ দূর হয় এবং পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এবার কামিকা একাদশীতে শুভ যোগ ঘটছে, যা কিছু রাশির জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে। জ্যোতিষশাস্ত্র বলে যে গ্রহগুলি একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে অস্ত হয় এবং কিছু সময় পর আবার উদিত হয়। এটি সমস্ত রাশিচক্রকে প্রভাবিত করে। পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, ১১ জুলাই কর্কট রাশিতে বুধ উঠতে চলেছে। জ্যোতিষীদের মতে, যাঁর রাশিতে বুধ উচ্চ, তাঁরা সব ক্ষেত্রেই সাফল্য পান। এমন পরিস্থিতিতে কামিকা একাদশী থেকে তিনটি রাশি রয়েছে, যাঁদের ভাগ্যও উজ্জ্বল হতে চলেছে।

মিথুন ঃ মিথুন রাশির জাতকদের জন্য বুধের উত্থান ফলদায়ক হতে পারে। অর্থনৈতিক সমস্যা দূর হবে। বন্ধ কাজ শেষ হবে। আত্মবিশ্বাসও বাড়বে, যার সুফল দেখা যাবে কাজে।

কন্যা ঃবুধের উত্থান কন্যা রাশির জাতকদের জন্য অনুকূল হবে। এই সময়ে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় উন্নতির সুযোগও আসবে। এই সময়ে চাকরিপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন।

মকর ঃ বুধের উত্থান মকর রাশির জাতকদের জন্য শুভ প্রমাণিত হতে পারে। পৈতৃক ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে চলমান তিক্ততা দূর হবে। আইনি বিষয়েও সাফল্য পাওয়া যেতে পারে।

জানা অজানা

ভক্ত হৃদয়ে ভগবান বাস করেন ঃ বাদল মামা

পোটকা ঃ হাতার মাতাজী আশ্রম দ্বারা আয়োজিত আঠ দিবসিয় রামকৃষ্ণ কথামৃত উৎসবের চতুর্থ দিন হাতা গ্রামে স্বর্গীয় রনোজ সরকারের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হলো।সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ঠাকুর,মা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা ও আরতি দিয়ে শুরু হলো অনুষ্ঠানের সূচনা।পূজা করলেন পণ্ডিত মধুসূদন ভট্টাচার্জি। আরতির পর সুনীল কুমার দে উপস্থিত ভক্তজনদের স্বাগত জানালেন ও বললেন, আমাদের মাতাজী আশ্রমের উদ্দেশ্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত ময় বাণী, ধর্ম সমন্বয়ের বাণী,মানব প্রেমের বাণী গ্রামে গ্রামে মানুষের কাছে পৌঁছানো এই কথামৃত উৎসবের মধ্য দিয়ে।শ্রী দে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ও সবাই কে অনুরোধ জানালেন।তারপর শঙ্কর চন্দ্র গোপ মহেন্দ্র গুপ্তের জীবনী বললেন ও মাতাজী আশ্রমের ক্রিয়া কলাপের উপর আলোক পাত করলেন।তারপর বাদল মামা রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করলেন।তিনি বললেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন,ভক্ত হৃদয় ভগবানের বৈঠক খানা,ভগবান ভক্ত হৃদয়ে বিরাজ করেন।তিনি কেবল ভক্তের অধীন আর কারো নয়।এই ভক্তের জন্য তিনি যুগে যুগে আসেন অবতার হয়ে মানব শরীর ধারণ করে।এ যুগে তিনি রামকৃষ্ণ রূপ ধরে এসেছিলেন। ভগবানের আদেশ না পেলে কেউ লোক শিক্ষা দিতে পারে না। তারপর শিলা পালিত সারদা মায়ের জীবনী ও তরুণ দে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী পাঠ করে শোনালেন।হরগৌরি মাহাতো আমাদের জীবনে সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা কেন এ বিষয়ে মন্তব্য রাখলেন।তারপর কমল কান্তি ঘোষ,সুনীল কুমার দে দে,তড়িৎ মণ্ডল,পতিত পাবন দাস,দেশাই সোরেন,রেবা গোস্বামী, সহদেব মণ্ডল, কমল মিশ্র ও মাতাজী আশ্রমের মহিলা ভক্তেরা ভক্তি গীতি পরিবেশন করে অনুষ্ঠানটিকে ভক্তিময় করে দিলেন।সবশেষে রাম নাম,হরিনাম ও হরি লুট দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হল।ধন্যবাদ জানালেন গৃহস্বামী ছবি রানী সরকার। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালন করলেন সুনীল কুমার দে।অনুষ্ঠানের শেষে সবাইকে প্রসাদ খাওয়ানো হলো।এই উপলক্ষে বিমল মণ্ডল,সন্তোষ মণ্ডল,তাপস মণ্ডল, তরুণ মণ্ডল,দিলীপ মাহতো, সনাতন মাহাতো,হিরন মাহাত,সহদেব মণ্ডল, শরত মাহাতো কাজল মণ্ডল,মঞ্জুশ্রী সরকার,ছবি রানী মণ্ডল,অঞ্জলি মণ্ডল,সাবিত্রী গোপ,বেবী মণ্ডল,লোচনা মণ্ডল,বেলা রানী মণ্ডল,বিশ্বামিত্র খন্দায়েত,রবীন্দ্র নাথ দাস,মোহিতোষ মণ্ডল,নারায়ণ চ্যাটার্জি, অমল বিশ্বাস, রাজকুমার সাহু,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,তপন কুমার মণ্ডল,প্রশান্ত মণ্ডল,তপন দে,রিনা মণ্ডল, রিতা মণ্ডল,বলরাম গোপ,বন্দনা মণ্ডল,সুজাতা মরল, কবিতা মাহাতো, সুপ্রিয়া সরকার,পুষ্পা সরকার, বাপটু বিশ্বাস,হীরা লাল দে, মালতি দে, ইরা পালিত,অরুন দে,বীরেন মণ্ডল,স্বপন মণ্ডল,শ্রীমন্ত পান্ডে,হেমপাত্র, মনি পাল ছাড়াও বিভিন্ন গ্রামের বহু ভক্ত ও মহিলা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পাঠকের চিঠি

জন্মদিনে স্মরণে মোতি নন্দী

মতি নন্দী বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য নাম।ক্রীড়া সংবাদকে তিনি সাহিত্যের মোড়কে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন তিনি হলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক,সাংবাদিক মতি নন্দী। যাহার আসল নাম মতিলাল নন্দী। ১৯৩১ সালে ১০জুলাই উত্তর কলকাতায় তাঁহার জন্ম। পেশাগত দিক থেকে একজন ক্রীড়াসাংবাদিক হিসেবে পরিচিত হলেও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিজস্বতা,সাহিত্যিক নৈপুণ্যতা দেখিয়েছেন।তিনি সাহিত্যিক জীবনে একাধিক উপন্যাস, গল্প ,প্রবন্ধ ,শিশুতোষমূলক রচনা পাঠকের কাছে উপহার দিয়েছেন। তাঁহার অসাধারন উপন্যাস কোনি যা বর্তমানে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দশম শ্রেণীর বাংলা সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কোনিসৃষ্টিতে তাঁহার অসাধারন দক্ষতা চোখে পড়ে। আজও হাজারো মেয়ের চোখে স্বপ্ন জাগায় কোনি।কর্মময় জীবনে তিনি একাধিক সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন।আনন্দ পুরস্কার,সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার,বাংলা একাডেমী পুরস্কারে তিনি সম্মানিত হয়েছেন। ১০ জুলাই তাঁহার জন্মদিনে জানাই বিনম্র প্রণাম।

শংকর সাহা, দক্ষিণ দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

রাজ্যের একটি লোকসভা এবং দশটি বিধানসভা কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করতে চাইছে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার

এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানার পুনর্গঠন সংক্রান্তে ইতিমধ্যে খসড়া প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। তবে এই সংক্রান্তে বর্তমান রাজ্য জুড়ে বিরোধীপক্ষ নানাভাবে ব্যাপক প্রতিবাদে ব্যস্ত রয়েছে। ডিলিমিটেশনের খসড়া নিয়ে রাজ্যের রাজনীতি উত্তাল হয়ে ওঠার মধ্যেই এবার একটি লোকসভা এবং দশটি বিধানসভা কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করার দিকে পদক্ষেপ নিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই এই বিষয়েও একই সঙ্গে যাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে অসম সরকারের তরফ নির্বাচন কমিশন কে এই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে এক সূত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

নির্বাচন কমিশন রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রকাশ করার পরেই শাসক এবং বিরোধী পক্ষের প্রতিটি রাজনৈতিক দল এক্ষেত্রে সরব হয়ে উঠেছে। শাসক পক্ষ বিজেপি তথা সরকারে থাকা মিত্র জোট গুলো এই খসড়ার ১০০ সমর্থন করেছে। কিন্তু কংগ্রেস, এআইইউডিএফ সহ বিরোধী পক্ষের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল এই খসড়ার বিরোধিতা জানিয়েছে। নিজেদের বিরোধ প্রকাশ করার জন্য নানা উপায় হাতে নিয়েছে বিরোধীপক্ষ। এমনকি কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১১ টি রাজনৈতিক দল দিল্লিতে উপস্থিত হয় ডিলিমিটেশন সংক্রান্তে স্মারকপত্র প্রদান করেছে। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ না পেলেও এই রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের স্মারকপত্র নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্যে কার্যালয়ে জমা করে এসেছে। একইভাবে এআইইউডিএফ এর একটি প্রতিনিধি দল দিল্লিতে উপস্থিত হয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের অভিযোগ সংক্রান্ত একটি স্মারকপত্র প্রদান করে এসেছে। তবে আগামী ২০ এবং ২১ জুলাই নির্বাচন কমিশন অসমে থাকবে বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তবে এই প্রক্রিয়াগুলো অব্যাহত থাকার মধ্যেই এবার রাজ্য সরকার আলাদাভাবে অসমের একটি লোকসভা এবং দশটি বিধানসভা কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। অসম সরকারের এই প্রস্তাব অনুসারে গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রের নাম প্রাকজ্যোতিষপুর হিসাবে পরিবর্তন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বরাক উপত্যকার বদরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নাম উত্তর করিমগঞ্জ, দক্ষিণ করিমগঞ্জ কেন্দ্রের নাম পাথরকান্দি, রাতাবাড়ি তথা দুলভছড়া কেন্দ্রের নাম রামকৃষ্ণ নগর করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ধলাই বিধানসভা কেন্দ্রের নাম নরসিংপুর করার প্রস্তাব থাকলেও সেটাকে ফের ধলাই হিসেবেই রেখে দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। একইভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বটদ্রবা বিধানসভা কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে ধিং রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নাম বরনগর, মরান বিধানসভা কেন্দ্রের নাম খোয়াং হিসাবে পরিবর্তন করতে চাইছে রাজ্য সরকার।

মূলত ভোটারদের আবেগ এবং অনুভূতির কথা মাথায় রেখে সরকার এই নাম পরিবর্তন করার প্রস্তাব করছে বলে নির্বাচন কমিশনের সামনে যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য এর আগে তেজপুর এবং মঙ্গলদৈ বিধানসভা কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। তবে সরকার এই নামগুলো পরিবর্তন করার প্রস্তাব দিলেও সেটা নির্বাচন কমিশনের আগামী ২০ এবং ২১ জুলাই এর অসম সফর কালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন এই প্রস্তাবগুলো মেনে নেবে সেটার কোনো আগাম প্রতিশ্রুতি নেই।

ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রকাশ হওয়ার পর এক্ষেত্রে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের সময় যাতে লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের নতুন নাম গুলো একসঙ্গে সন্নিবিষ্ট হয়ে যায় সেটার কথা মাথায় রেখেই রাজ্য সরকার এই মুহূর্তে নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব নির্বাচন কমিশনকে প্রেরণ করেছে। অর্থাৎ খসড়া চূড়ান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নাম গুলোও সেই চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করাতে চাইছে সরকার। তবে এই বিষয়েও নির্বাচন কমিশন স্বাভাবিকভাবে বিরোধীপক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি স্থানীয় দল সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আগামী চার দিন পর্যন্ত রাজ্যে আবহাওয়া ভয়ঙ্কর রূপ নেওয়ার সতর্কতা জারি আবহাওয়া দপ্তরের

করিমগঞ্জ অরেঞ্জ এলার্ট, কাছার এবং হাইলাকান্দির জন্য ইয়েললো এলার্ট

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্য বাসীর জন্য এক ভয়াবহ খবর। আগামী চার দিন অসমের আবহাওয়ার পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর। এক্ষেত্রে রাজ্যের ২৪ জেলার জন্য সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। ২২ টি জেলার জন্য ইয়েললো এলার্ট এবং দুটি জেলার জন্য অরেঞ্জ অ্যালার্ট ঘোষণা করেছে আবহাওয়া দপ্তর। অরেঞ্জ এলার্ট দেওয়া দুটি জেলার মধ্যে একটি করিমগঞ্জ রয়েছে। তাছাড়া কাছার এবং হাইলাকান্দির জন্য ইয়েললো এলার্ট জারি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত আবহাওয়া দপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে আগামী চার দিন রাজ্যে ভয়াবহভাবে ঝড় প্রবল বৃষ্টি তুফান ছাড়াও বজ্রপাতের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্যের ২৪ জেলার জন্য এলার্ট ঘোষণা করেছে কেন্দ্রিয় আবহাওয়া দপ্তর। আগামী চার দিন রাজ্যে আবহাওয়া রুদ্র রূপ নেবে বলে আশঙ্কা করে সতর্কবাণী জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন রয়েছে। তবে আবহাওয়ার প্রবল রূপ দেখা গেছে উত্তর ভারতে। বিশেষ করে হিমাচল প্রদেশে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং তুফানের ফলে সেই রাজ্যে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি বহু ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। একইভাবে উত্তরাখণ্ড এবং দিল্লিতেও ব্যাপক বৃষ্টিপাত হচ্ছে। উত্তরাখণ্ডে প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে সাধারণ জনতা নাজেহাল হয়ে পড়েছেন। সেসঙ্গে হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে যাওয়া পর্যটকদের পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে রয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

উত্তর ভারতে বৃষ্টির উন্মাদনা অব্যাহত থাকার মধ্যেই এবার অসমের জন্য সতর্কবার্তা জারি করেছে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর। ২২ টি জেলার জন্য ইয়েললো এলার্ট এবং দুটি জেলার জন্য অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। বরাক উপত্যকার কাছাড় এবং হাইলাকান্দি জেলা ছাড়াও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কোকরাঝাড়, দক্ষিন শালমারা, মানকাছাড়, বাক্সা, বরপেটা, গোয়ালপাড়া, কামরূপ গ্রাম্য, শোনিতপুর, ওদালগুড়ি, নগাঁও, মরিগাঁও, কার্বি আংলং, পশ্চিম কার্বি আংলং, ডিমা হাসাও, গোলাঘাট, লক্ষিমপুর, ধেমাজি, ডিব্রুগড়, চরাইদেউ, তিনসুকিয়া, কামরূপ মেট্রো ইত্যাদি জেলায় জারি করা হয়েছে ইয়েললো এলার্ট। তাছাড়া বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিশ্বনাথ জেলার জন্য অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করেছে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর। অর্থাৎ বরাক উপত্যকার পাশাপাশি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উজান এবং নিম্ন অসমের জন্য প্রায় সমানভাবে আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবাণী রয়েছে।

২০২৪ সালের আগে যোরহাটে ২৫ মিটার উচ্চতার লাচিত বরফুকনের প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

দিল্লির নয়ডা স্টুডিওতে বৃহৎ লাচিত বরফুকনের প্রতিমূর্তি নির্মাণের কাজ ৬০ শতাংশ সম্পূর্ণ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ দুই দিনের জন্য যোরহাট সফরে এসে বহু গুরুত্বপূর্ণ কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন আগামী ২০২৪ সালের আগে যোরহাটে ২৫ মিটার উচ্চতার লাচিত বরফুকনের প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হবে। তাছাড়া এই প্রতিমূর্তির ঘিরে সাধারণ মানুষ থেকে নেওয়া ৫০ বিঘা জমিতে একটি প্রকল্প নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম সরকার। এক্ষেত্র সাধারণ জনতার সাহায্যে এবং পূর্ত বিভাগের তৎপরতায় ইতিমধ্যে ১২ শতাংশ নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে বলে জানালেন তিনি।

উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দুদিনের সফরসুচি নিয়ে সোমবার যোরহাট এসে উপস্থিত হয়েছেন। যোরহাটে উপস্থিত হয়ে তিনি স্থানীয় এলাকায় নির্মীয়মান বেশ কিছু প্রকল্প ঘুরে দেখেন। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন যোরহাটে ২৫ মিটার উচ্চতার লাচিত বরফুকনের প্রতিমূর্তি স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। তাছাড়া দিল্লির নয়ডা স্টুডিওতে বৃহৎ লাচিত বরফুকনের প্রতিমূর্তি নির্মাণের কাজ ৬০ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন এটা আশা করা হচ্ছে যে ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে লাচিত বরফুকনের বিশাল প্রতিমূর্তি যোরহাটে দেখা যাবে। তাছাড়া এই প্রকল্পে থাকা অডিটোরিয়াম, মিউজিয়াম ইত্যাদির কাজ সম্পূর্ণভাবে ২০২৪ সালের শেষের দিকে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন তিনি এদিন এখানে এসে কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেছেন। তার সঙ্গে এখানে এসেছেন মন্ত্রী বিমল বরা, সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা, সাংসদ তপন গগৈ, রাজ্যসভার সাংসদ পবিত্র মার্গেরিটা, বিধায়ক হিতেন গোস্বামী, বিধায়ক তরঙ্গ গগৈ, বিধায়ক রূপজোতি কুর্মি, বেনু প্রভা রাজখোয়া, ভবেন ভরালি। প্রত্যেকে একসঙ্গে এসে কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেছেন। এক্ষেত্রে কাজের গতি দেখে তিনি সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বিশ্বাস করেন যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। উপস্থিত বিধায়করা তাকে প্রস্তাব দিয়েছেন যাতে এই প্রকল্পের সঙ্গে একটি ছোট ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ করা যায়। এক্ষেত্রে তিনি পরের চিন্তাভাবনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

নির্বাচন ঃ রাশিয়া যে আইনের কথা বলছে, তার প্রয়োগ কি আছে?

ঢাকা ঃ সম্প্রতি রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন, বাংলাদেশে নির্বাচন কীভাবে হবে, সেটা দেশটির আইনেই আছে। তিনি বাংলাদেশের সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের রাজনীতিবিদদের প্রয়াসকে নব্য উপনিবেশবাদ বলে আখ্যায়িত করেন । নিঃসন্দেহে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশে পর্যাপ্ত আইন আছে। কিন্তু এগুলোর প্রয়োগ কি হচ্ছে? আর আইনগুলোই কি সঠিক ও জনকল্যাণে প্রণীত? নির্বাচনী আইনের বিষয়েই আসা যাক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী আইন হলো 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২' (আরপিও)। এই আইন ২০০৭ সালে ব্যাপকভাবে সংস্কার করা হয়, যেখানে আমাদের প্রতিষ্ঠান 'সুজন'-এর ভূমিকা ছিল। কিন্তু আইনটিকে দুর্বল করার জন্য অতীতে উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হলেও বর্তমান কমিশন তাতে সফল হয়েছে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের ক্ষমতা খর্ব করেছে, যা নিয়ে আবার জাতিকে বিভ্রান্ত করারও চেষ্টা করছে। এ ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো আইনটির প্রয়োগ নিয়ে। আরপিওর ৯০ ধারা অনুযায়ী নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন থাকা অবৈধ। কিন্তু লেজুড়বৃত্তির ছাত্রসংগঠনগুলোর অনাচার এবং শিক্ষক সংগঠনগুলোর পাঠদান ও গবেষণার পরিবর্তে নগ্ন দলবাজি আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে চর দখলের আখড়ায় পরিণত করেছে। প্রসঙ্গত, বিদ্যমান তথাকথিত ছাত্ররাজনীতি দণ্ডবিধির ১৫৩ খ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ক্ষেত্রেও আইনের কোনো প্রয়োগ নেই। আরপিওর যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ার কারণ হলো পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ। একটি অভাবনীয় কৌশল অবলম্বন করে গত নূরুল হুদা কমিশনে দলীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, যার ফলে ক্ষমতাসীন দলের অংশীদার তরীকত ফেডারেশনের তাদের সুপারিশ করা প্যানেল থেকে তিনজন নিয়োগ পেয়েছে বলে দাবি করেছে। একই কৌশল বর্তমান আউয়াল কমিশনে নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করার অভিযোগ রয়েছে, যার ফলে এবার ছোট দলগুলোই 'কিংমেকার' হয়েছিল । নির্বাচনসংক্রান্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন হলো 'ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ২০০৭'। এই আইনের অধীন সেনাবাহিনীর সহায়তায় ২০০৭ সালে যে ছবিযুক্ত তালিকা তৈরি করা হয়, তা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে নির্ভুল ভোটার তালিকা। ওই তালিকায় পুরুষের তুলনায় ১৪ লাখের বেশি নারী ভোটার ছিলেন। পক্ষান্তরে সর্বশেষ ভোটার তালিকায় নারীদের তুলনায় পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১৭ লাখের বেশি। ভোটার তালিকায় এমন 'জেন্ডার গ্যাপ' নিঃসন্দেহে অবাধ নির্বাচনের পথে অন্তরায়। এসব আইনের ব্যবহার করে জনগণের ভোটাধিকার হরণ এবং কণ্ঠ রোধ করা হয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য পুলিশের অনুমতির প্রয়োজন হয়, যদিও এগুলো আমাদের মৌলিক অধিকার। এ ছাড়া আরও আইন আছে, যার কারণে ১৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার খরচ করে রাশিয়ার সহায়তায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে, কয়েক বছর আগে এমন একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরিতে ভারতের খরচ হয়েছিল মাত্র ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। নির্বাচনসংক্রান্ত সবচেয়ে বড় আইন আমাদের সংবিধান। সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার কথা। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৫৩টি আসনে কোনো 'নির্বাচন'ই হয়নি, কারণ, নির্বাচন হলো বিকল্পের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া এবং এসব আসনে কোনো বিকল্প প্রার্থীই ছিলেন না। আর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী, একশ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যোগসাজশে। অভিযোগ আছে নির্বাচনে কারসাজির কাজ হয়েছে রাতে, সে কারণে এই নির্বাচন পরিচিতি পেয়েছে রাতের ভোট হিসেবে। এর প্রমাণ হিসেবে নির্বাচনের দিন ভোরে ব্যালটভর্তি বাক্সের ছবি বিবিসি প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া টিআইবি ৫০ নির্বাচনী এলাকায় পরিচালিত গবেষণার ভিত্তিতে আগের রাতে ব্যালট বাক্সভর্তি ও নির্বাচনের দিনে নানা অনিয়মের তথ্য প্রকাশ করেছে। নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণের ভিত্তিতে 'সুজন' দেখায় যে গত নির্বাচনে ২১৩টি কেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়েছে, ১ হাজার ১৭৭টি কেন্দ্রে বিএনপি শূন্য ভোট পেয়েছে, জাতীয় পার্টি ৩ হাজার ৩৮৮ কেন্দ্রে শূন্য ভোট পেয়েছে, আওয়ামী লীগও দুটি কেন্দ্রে শূন্য ভোট পেয়েছে এবং ৬৬৭টি কেন্দ্রে নৌকা প্রতীক সব ভোট পেয়েছে। এসব অবিশ্বাস্য ফলাফল মধ্যরাতে ব্যালট বাক্স ভর্তিরই ফসল। দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের এমন বিজয়ের মূল কারণ হলো ৩০ জুন ২০১১ তারিখে গৃহীত সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী, যে সংশোধনী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্ট 'রাজনৈতিক বন্দোবস্তে'র অবসান ঘটিয়ে দলীয় সরকারের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান করেছে। যার ফলে যিনি দলীয় প্রধান, তিনিই হবেন নির্বাচনকালীন সরকারপ্রধান এবং তাঁর মন্ত্রিসভার অধীনই থাকবে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। দলীয়করণের কারণে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এখন হয়ে উঠেছে নির্বাচনে জয়পরাজয়ের মূল নিয়ামক শক্তি। পঞ্চদশ সংশোধনী একদিকে যেমন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথ রুদ্ধ করেছে, অন্যদিকে সুনিশ্চিত করেছে ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার পথ। সুষ্ঠু নির্বাচনের পথ রুদ্ধকারী পঞ্চদশ সংশোধনীর সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সংবিধান 'উইল অব দ্য পিপল' বা 'জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি' হলেও, পঞ্চদশ সংশোধনী পাসের ক্ষেত্রে জনগণের মতামত ছিল সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। বিরোধী দলের এ ব্যাপারে কোনো ভূমিকাই ছিল না। এ ব্যাপারে সংসদের ভেতরে কিংবা বাইরে কোনো উল্লেখযোগ্য বিতর্কও হয়নি। তাই পঞ্চদশ সংশোধনীর লেজিটিমেসি প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য। পঞ্চদশ সংশোধনীর সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অনেক কারণ রয়েছে। প্রথমত, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনা ও অনুচ্ছেদ ৮ সংশোধন করা হয়, যেগুলো সংশোধনের ক্ষেত্রে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর সুবাদে গণভোট অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলক ছিল। তাই গণভোটের আয়োজন না করে পঞ্চদশ সংশোধনী পাসকে সংবিধানের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।দ্বিতীয়ত, আপিল বিভাগের ১০ মে ২০১১ তারিখের সংক্ষিপ্ত আদেশে দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচনের পর 'প্রসপেকটেভলি' বা ভবিষ্যতের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হয়। কিন্তু আদালতের এ আদেশ বিবেচনায় না নিয়ে, আদালত এটি বাতিল করেছে।এমন একটি প্রচারণার মাধ্যমে, পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের প্রায় ১৫ মাস আগেই, সরকার পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করে, যা নিঃসন্দেহে সংবিধানের লঙ্ঘন। গবেষক ড. আদিবা আজিজ খানের মতে, বিরোধী দল, নাগরিক সমাজ এবং ভোটারদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সংসদে তার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে পরবর্তী দুই জাতীয় নির্বাচনের সময়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহাল থাকার আদালতের নির্দেশ অমান্য করেছে। তৃতীয়ত, সংসদে পাস করা প্রস্তাবের ভিত্তিতে ২০১০ সালে সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে ১৫ সদস্য নিয়ে গঠিত বিশেষ সংসদীয় কমিটির বিশেষজ্ঞ ও সমাজের সব ক্ষেত্রের ১০৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে মতবিনিময়ের ভিত্তিতে প্রণীত তিন মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে সংবিধান সংশোধনের ২৯ মে ২০১১ তারিখের সর্বসম্মত সুপারিশ প্রধানমন্ত্রী একক সিদ্ধান্তে বাতিল করে দেন। এটি ছিল 'সেপারেশন অব পাওয়ার্স' বা ক্ষমতার পৃথক্করণ নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। চতুর্থত, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৭খ অনুচ্ছেদ সংযোজন করে সংবিধানের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অনুচ্ছেদকে সংবিধানের 'মৌলিক বিধানাবলি' আখ্যায়িত করে সংশোধন অযোগ্য করাও ছিল সম্পূর্ণরূপে অসাংবিধানিক। কারণ, 'মৌলিক কাঠামো' ছাড়া সংবিধানের অন্য সব অনুচ্ছেদ সংশোধন করা সংসদের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। আরও কয়েকটি আইন আছে, যেমন 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন', যেগুলো নিবর্তনমূলক ও ক্ষমতাসীনদের স্বার্থে প্রণোদিত। এসব আইনের ব্যবহার করে জনগণের ভোটাধিকার হরণ এবং কণ্ঠ রোধ করা হয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য পুলিশের অনুমতির প্রয়োজন হয়, যদিও এগুলো আমাদের মৌলিক অধিকার। এ ছাড়া আরও আইন আছে, যার কারণে ১৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার খরচ করে রাশিয়ার সহায়তায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে, কয়েক বছর আগে এমন একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরিতে ভারতের খরচ হয়েছিল মাত্র ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। পরিশেষে, বাংলাদেশের ইতিহাসে যে ১১টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার ৭টি হয়েছে দলীয় সরকারের অধীন চরম বিতর্কিত নির্বাচন। বিদ্যমান আইনি কাঠামোতে ভবিষ্যতের নির্বাচনও গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই কি আমাদের বন্ধুরা চান?

‘দর্শকবিহীন’ ম্যাচ দিয়ে মৌসুম শুরু করবে বার্সেলোনা

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ বার্সেলোনা লা লিগায় নতুন মৌসুমের প্রথম ম্যাচটি খেলবে হেতাফের বিপক্ষে। কিন্তু হেতাফের মাঠে অনুষ্ঠিত সে ম্যাচটি হতে যাচ্ছে ‘দর্শকবিহীন’। বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা অবশ্য এই দর্শকবিহীন ম্যাচ খেলবে স্প্যানিশ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই। প্রতিপক্ষ হেতাফের দর্শকদের হাঙ্গামার শাস্তি হিসেবেই সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম কাদেনা সার জানিয়েছে, ২০১৯ সালের একটি ঘটনার শাস্তি হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট এক নির্দেশনা জারি করেছে। সে অনুযায়ী হেতাফেকে একটি ম্যাচ খেলতে হবে দর্শকবিহীনভাবে। ২০১৯ সালের সে ম্যাচে হেতাফে সমর্থকেরা টেনেরিফের বিপক্ষে ম্যাচে গণ্ডগোল করেছিলেন। সেদিন হেতাফের সমর্থকেরা মাঠে চেয়ার ছুড়েছিলেন।
সেই ঘটনার ব্যাপারে রুলিং দিয়েছেন স্প্যানিশ সুপ্রিম কোর্ট। আদালত এক রায়ে বলেছে হেতাফেকে একটি ম্যাচ দর্শকবিহীন অবস্থায় খেলতে হবে। আর সেই ম্যাচটি হতে যাচ্ছে নতুন মৌসুমে বার্সেলোনার বিপক্ষে ম্যাচটি।
বার্সেলোনা হেতাফের বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচটি খেলেছে এ বছরের এপ্রিলে। খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। হেতাফের কলিসিয়াম আলফোনসো পেরেজে নিষ্প্রাণ সেই ড্রয়ের ম্যাচই উত্তপ্ত হয়েছিল রবার্ট লেভানডফস্কির সঙ্গে হেতাফের খেলোয়াড়দের হাতাহাতিকে কেন্দ্র করে। একটি ফাউল নিয়ে শুরু হয়েছিল সেই কথাকাটাকাটি। রেফারি এসে পরিস্থিতি সামাল না দিলে সেই বাগ্‌যুদ্ধ হাতাহাতির পর্যায়ের চলে যেতে পারত।
সে ম্যাচে আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। ৮৭ মিনিটে রাফিনিয়াকে বার্সেলোনা কোচ জাভি মাঠ থেকে তুলে নিয়েছিলেন। সেই সিদ্ধান্ত পছন্দ হয়নি ব্রাজিলীয় ফুটবলারের। ডাগআউটে বসার আগে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি কিছু একটা ছুড়ে মেরেছিলেন।
৮৭ মিনিটে আবার রাফিনিয়াকে তুলে নিয়ে মিডফিল্ডার পাবলো তোরেকে নামান জাভি। বিষয়টা মোটেও পছন্দ হয়নি রাফিনিয়ার। ডাগআউটে বসার আগে রেগে গিয়ে কিছু একটা ছুড়ে মারেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার।

ওয়ানডেতে শরীফুলের সেরা বোলিং

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ শরীফুল ইসলাম বোধ হয় এমন একটা সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলেন! ইংল্যান্ডের মাটিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে খরচ করেছিলেন ৮৩ রান। এরপর সেই সিরিজের শেষ ম্যাচ ও আফগানিস্তান সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডেতে সুযোগই মেলেনি। সুযোগ পেলেন এমন এক ম্যাচে, যে ম্যাচের জয়পরাজয় সিরিজে কোনো প্রভাব ফেলবে না। এমন এক ম্যাচকেই নিজের সেরাটা দেওয়ার মঞ্চ হিসেবে বেছে নিলেন এই তরুণ পেসার। ওয়ানডেতে নিজের সেরা বোলিংটা আজই করেছেন শরীফুল, নিয়েছেন ২১ রানে ৪ উইকেট। এ নিয়ে তৃতীয়বার ৪ উইকেট পেলেন এই বাঁহাতি। শুধু উইকেট দিয়েই অবশ্য শরীফুলের আজকের বোলিংকে বর্ণনা করা যাবে না। কারণ, যেভাবে শর্ট লেংথ, গুড লেংথে ধারাবাহিকভাবে বল করে আফগান ব্যাটসম্যানদের বোকা বানিয়েছেন, তাতে বাড়তি প্রশংসা পেতেই পারেন এই বাঁহাতি। প্রথম উইকেটটার কথাই ধরা যাক। আগের ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান ইব্রাহিম জাদরানকে অনেকটা ফাঁদে ফেলেই আউট করেন শরীফুল। প্রথম ওভার থেকেই শরীফুল ওভার দ্য উইকেট থেকে অফ স্টাম্পের বাইরে থেকে বের করে নিচ্ছিলেন বল। সে ফাঁদেই পা দিয়ে মুশফিকুর রহিমের হাতে ক্যাচ দেন ইব্রাহিম। আগের ম্যাচে ২৫৬ রান করা আফগান উদ্বোধনী জুটি আজ ভাঙে ৩ রানে, তৃতীয় ওভারেই। এরপর ক্রিজে আসা রহমত শাহ শরীফুলের ওই ওভারেই আউট। শরীফুলের ব্যাক অফ লেংথের ডেলিভারিতে উইকেটকিপার মুশফিকের কাছে ক্যাচ দেন রহমত। ওয়ানডেতে শরীফুলের সেরা বোলিং ঃ

বিপক্ষ	ভেন্যু		সাল
৪২১	আফগানিস্তান	চট্টগ্রাম	২০২৩
৪৩৪	উইন্ডিজ	প্রভিডেন্স	২০২২
৪৪৬	জিম্বাবুয়ে	হারারে	২০২১

মোহাম্মদ নবীকেও ফেরান এই বাঁহাতি পেসার। নবী ফিরেছেন তাঁর ভেতরের দিকে ঢোকা বলে। এই উইকেট নিয়েই আফগানদের বড় সংগ্রহ গড়ার স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দেন শরীফুল। শরীফুলের পরের উইকেট শর্ট বলে। আবদুল রেহমান পুল করেছিলেন, ডিপ স্কয়ার লেগে তাইজুলের হাতে ধরা পড়েন।
৯ ওভারে ২১ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন শরীফুল। পুরো ১০ ওভার বল করতে পারলে কে জানে হয়তো বাংলাদেশের জার্সিতে প্রথমবার ৫ উইকেট পেয়েও যেতে পারতেন। পায়ে একটু অস্বস্তি বোধ করায় একবার বল হাতে নিয়েও ওভার শুরু না করে মাঠের বাইরে চলে যান শরীফুল। অল্প সময় পর ফিরে এলেও আবার বল হাতে পাওয়ার আগেই অলআউট আফগানরা।

ওল্ড ট্রাফোর্ডেও বেয়ারস্টোর হাতেই থাকছে গ্লাভস

পর্থ ঃ স্টাম্পের পেছনে জনি বেয়ারস্টোর হাত দুটোতেই আস্থা রাখল ইংল্যান্ড। ওল্ড ট্রাফোর্ডে চতুর্থ টেস্টের জন্য আজ ঘোষণা করা দলে কোনো পরিবর্তন আনেনি ইংলিশ টিম ম্যানেজমেন্ট। উইকেটরক্ষকের ভূমিকায় দেখা যাবে বেয়ারস্টোকেই।
হেডিংলিতে ৩ উইকেটের জয়ে অ্যাশেজ সিরিজে ২-১ ব্যবধানে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ইংল্যান্ড। কিন্তু এই টেস্টে ব্যাট হাতে সময়টা ভালো যায়নি বেয়ারস্টোর। ইংল্যান্ডের দুই ইনিংসে ১২ ও ৫ রান করে আউট হন।
উইকেটরক্ষক হিসেবেও বাজে সময় কেটেছে। একাধিক ক্যাচ ছেড়েছেন। তাই প্রশ্ন উঠেছিল, ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টেও বেয়ারস্টোকে স্টাম্পের পেছনে রাখার ঝুঁকিটা নেবে কি না ইংল্যান্ড? আজ ঘোষণা করা ১৪ জনের দলে বেয়ারস্টোকে রেখে তার উত্তরটা দিয়ে দিল ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। হেডিংলিতে পিঠে চোট পাওয়া পেসার ওলি রবিনসনকেও রাখা হয়েছে স্কোয়াডে। অ্যাশেজ সিরিজে তিন টেস্টে ৬ ইনিংস মিলিয়ে ২৩.৫০ গড়ে ৬৩ রান করতে পেরেছেন বেয়ারস্টো। গত মৌসুমে ৭৫.৬৬ গড়ে ৬৮১ রান করার সেই উত্তুঙ্গ ফর্মের ধারেকাছেও নেই এবার। বিশ্লেষকেরা এ জন্যই ওল্ড ট্রাফোর্ডে বেয়ারস্টোর জায়গায় বেন ফোকসকে দেখতে পাচ্ছিলেন।
পায়ের চোটে আট মাস মাঠের বাইরে থাকার পর ফোকসের জায়গাটা নিয়েই ইংল্যান্ড দলে ফিরেছিলেন বেয়ারস্টো। কিন্তু অ্যাশেজে ব্যাটিংয়ের চেয়ে তাঁর কিপিং দক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে বেশি। প্রথম দুই টেস্টে বেয়ারস্টো স্টাম্পিং কাজে লাগাতে পারলে দুটি ম্যাচেই ইংল্যান্ডের ভালো সম্ভাবনা তৈরি হতো। কিন্তু বেয়ারস্টোকে দলে রেখে তাঁর প্রতি আস্থার প্রমাণ দিলেন অধিনায়ক বেন স্টোকস ও প্রধান কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। ১৯ জুলাই ওল্ড ট্রাফোর্ডে শুরু হতে যাওয়া চতুর্থ টেস্টে বেয়ারস্টো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন বলেই বিশ্বাস ইংলিশ টিম ম্যানেজমেন্টের।
দলের জয়ে অবদান রাখতে বেয়ারস্টো কতটা মরিয়া ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘টেলিগ্রাফ’-এ লেখা কলামে সেটাই বুঝিয়েছেন ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি পেসার জেমস অ্যান্ডারসন, ‘জনি বেয়ারস্টো এমন একজন খেলোয়াড় যে সব সময় দলের জন্য অবদান রাখতে চায়। সবাইকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। ইনিংসের মাঝে একটু সময় নিয়ে ব্যাটিং কিংবা দুর্দান্ত একটা ক্যাচই তার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে। তার প্রতি আমাদের সমর্থন আছে।’
চতুর্থ টেস্টে ইংল্যান্ড স্কোয়াড ঃ বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেমস অ্যান্ডারসন, জনি বেয়ারস্টো, স্টুয়ার্ট ব্রড, হ্যারি ব্রুক, জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, ড্যান লরেন্স, ওলি রবিনসন, জো রুট, জশ টাং, ক্রিস ওকস ও মার্ক উড।

ভারতকে ৯৫ রানে আটকে রেখেও জিততে পারেননি নিগাররা

ঢাকা ঃ লড়াইটা ছিল সিরিজ বাঁচানোর। সে লড়াইয়ে শুরুটাও হয়েছিল ভালো। ভারতের মেয়েদের ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৫ রানে বেঁধে ফেলতে পেরেছিল নিগার সুলতানার দল। কিন্তু ব্যাটিংয়ে হতাশ করেছে বাংলাদেশ নারী দল। সহজ ম্যাচটা কঠিন করে ফেলায় জয়ের জন্য শেষ ওভারে দরকার ছিল ১০ রান। নাহিদা আক্তারফাহিমা খাতুনরা চ্যালেঞ্জটা নিতে পারেননি। ৮ রানের হারে তাই সিরিজও হারল বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দল। এক ম্যাচ হাতে রেখেই তিন ম্যাচের সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিতে নিল হারমানপ্রীত কৌরের দল। বৃহস্পতিবার মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ।
শেষ ওভারে শেফালি বর্মাকে দিয়ে বল করিয়েছেন ভারতের অধিনায়ক। তাঁর নিরীহ স্পিনেও শেষ ৪ উইকেট হারিয়ে ম্যাচটা হেরে যায় বাংলাদেশ। ৬ উইকেটে ৮৬ রান তোলা বাংলাদেশ শেষ ওভারে ১০ রানের চ্যালেঞ্জ নিতে পারেনি। প্রথম দুই বলে রাবেয়া (রানআউট) ও নাহিদা আউট হওয়ার পর চতুর্থ ও শেষ বলে ফাহিদা এবং মারুফাকেও তুলে নেন শেফালি। মাত্র ১ রানে ১ উইকেট নিয়ে ভারতকে ৮ রানের জয় এনে দেন শেফালি। ৩ ওভারে ১৫ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেওয়া শেফালির এটাই সেরা বোলিং। বাংলাদেশের মেয়েদের ব্যাটিং শেষ ওভারের আগেও ভালো হয়নি। ২.৩ ওভারে ১২ রানের মধ্যে দুই ওপেনার শারমিন সুলতানা (৫) ও সাথী রানিকে (৫) হারায় বাংলাদেশ। এরপর চাপে পড়ে আর ম্যাচ বের করতে পারেনি। অধিনায়ক নিগার সুলতানা (৫৫ বলে ৩৮) ছাড়া কেউ দুই অঙ্কের রান করতে পারেননি। ভারতের হয়ে দীপ্তি শর্মাও ১২ রানে ৩ উইকেট নেন। ২ উইকেট মিন্নু মানির।
এর আগে ভারতের ইনিংসে অফ স্পিনার সুলতানা খাতুন ২১ রানে ৩ উইকেট। ২ উইকেট লেগ স্পিনার ফাহিমার। তাঁর বলে লং অনে স্বস্তিকা ভাটিয়ার দুর্দান্ত ক্যাচ নেন স্বর্ণা আক্তার। ভারতের হয়ে ১৪ বলে ১৯ রান করেন শেফালি বর্মা। ১৪ রান করেন আমানজত কৌর।

রাশিয়াকে ঠেকাতে নেটো জোটের নতুন পরিকল্পনা

লিথুয়ানিয়া (ওয়েবডেস্ক)ঃ আর কয়েক ঘণ্টা পরেই লিথুয়ানিয়ার রাজধানীতে শুরু হতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতিরক্ষা জোট নেটোর দু'দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন, যার ওপর সতর্ক নজর রাখছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ সোলৎজসহ এই জোটের ৩১টি সদস্য দেশের নেতারা এতে যোগ দিচ্ছেন যারা দু'দিন ধরে প্রধানত ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েই আলোচনা করবেন। ইতোমধ্যে ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের ৫০০ দিন পার হয়ে গেছে এবং এই আক্রমণ শুরু হওয়ার পর মস্কো ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে বহু শহর ও গ্রাম দখল করে নিয়েছে, বেসামরিক লোকজনের ওপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করেছে।

প্রেসিডেন্ট পুতিনের নির্দেশে ২০২২ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মানবিক, আর্থিক ও সামরিক সাহায্য নিয়ে ইউক্রেনে ছুটে গেছে ইউরোপ এবং তাদের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। জার্মানি ভিত্তিক অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান কিল ইন্সটিটিউট ফর দ্যা গ্লোবাল ইকোনমির হিসেব অনুসারে এবছরের মে মাসের মধ্যে এই সাহায্যের আর্থিক পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে ১৬ হাজার কোটি ডলার।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এই সঙ্কটের বিভিন্ন ইস্যুতে ইউরোপীয় দেশগুলোর একজোট হওয়া খুব একটা সহজ ছিল না। রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক কারণে দেশগুলোকে নানা সময়ে ভিন্ন রকমের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে একটি কঠিন প্রশ্ন হচ্ছে, পরমাণু শক্তিধর রাশিয়ার সাথে সরাসরি ও সর্বাত্মক যুদ্ধে না জড়িয়ে, নেটো ক্রেমলিনকে কেমন বার্তা পাঠাবে যাতে তারা তাদের ইচ্ছে অনুসারে ইউক্রেন অথবা ইউরোপের অন্য কোনো দেশ দখল করে নিতে না পারে।

কূটনীতিকরা বলছেন, ১১ ও ১২ই জুলাইএর আসন্ন এই সম্মেলনে রাশিয়ার আক্রমণ মোকাবেলার বিষয়ে বিস্তারিত এক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হবে। বলা হচ্ছে শীতল যুদ্ধ অবসানের পর রাশিয়াকে মোকাবেলায় এটাই সবচেয়ে বড় পরিকল্পনা।

পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতিরক্ষা জোট নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনকে সংক্ষেপে বলা হয় নেটো। ১২টি দেশ মিলে ১৯৪৯ সালে এই জোট গঠন করেছিল। তাদের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা এবং ফ্রান্স। বর্তমান এই জোটের সদস্য সংখ্যা ৩১।

নেটো জোটের সংবিধানের পাঁচ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে - কোনো একটি সদস্য দেশ আক্রান্ত হলে অন্যান্য দেশগুলো এটিকে তাদের ওপর আক্রমণ হিসেবে গণ্য করবে এবং আক্রান্ত দেশটিকে সাহায্য করতে তারা এগিয়ে আসবে। এই জোটের আসল লক্ষ্য ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন যাতে ইউরোপে তাদের সম্প্রসারণ ঘটাতে না পারে। কিন্তু ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর পূর্ব ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ নেটোতে যোগ দেয়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ রাশিয়ার পক্ষ থেকে এবিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয় যে পূর্ব ইউরোপের এসব দেশ নেটোতে যোগদানের ফলে তাদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে। এই জোটে ইউক্রেনের যোগ দেওয়ার যে আগ্রহ তাতে তীব্র আপত্তি জানিয়ে আসছে রাশিয়া। তাদের আশঙ্কা এর ফলে নেটো তাদের নাকের ডগায় গিয়ে পড়বে। ইউক্রেন এখনও এই জোটের সদস্য না হলেও নেটো অতিসম্প্রতি রুশ সীমান্তের কাছে পৌঁছে গেছে। কারণ এবছরেই রাশিয়ার আরেক প্রতিবেশী দেশ ফিনল্যান্ড নেটোতে যোগ দিয়েছে।

রাশিয়া যদি নেটোর কোনো সদস্য দেশের ওপর আক্রমণ চালায়, তাহলে তাকে মোকাবেলা করার জন্য এই জোটের নেতারা নতুন একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। এই পরিকল্পনায় নিখুঁতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে রাশিয়া যদি আর্কটিক, উত্তর আটলান্টিক, মধ্য ইউরোপ এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আক্রমণ করে তাহলে জোটের সৈন্যরা কোথায় কোথায় যাবে এবং তারা কী কী করবে।

লন্ডন ভিত্তিক প্রতিরক্ষা নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইন্সটিটিউট বা রুসির উপ-পরিচালক ম্যালকম চামার্স বলেন, ১৯৯১ সালে শীতল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এটাই নেটোর সবচেয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর, বড় ধরনের যুদ্ধের আশঙ্কা পুরোপুরি উবে গিয়েছিল, বলেন তিনি।

কিন্তু ২০১৪ সালে রাশিয়ার ক্রাইমিয়া দখল, এবং বর্তমান ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে বোঝা যায় যে এই হুমকি এখনও বাস্তব বিশেষ করে বাল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলোর জন্য।

কিংস কলেজ লন্ডনের প্রতিরক্ষা বিষয়ক অধ্যাপক ট্রেসি জার্মান বলেন, এগুলো সবই যুদ্ধকে নিরুৎসাহিত করা এবং আত্মরক্ষার

প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত। একই সাথে পূর্ব দিকে যেসব মিত্র দেশ আছে তাদেরকে আশ্বস্ত করারও ব্যাপার।

নেটো জোটের পক্ষ থেকে ২০০৮ সালে বলা হয়েছিল যে দেশটি ভবিষ্যতের কোনো এক সময়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। কিন্তু তাদেরকে খুব দ্রুত সদস্য করে নেওয়ার ব্যাপারে তারা সম্প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছে। কারণ ইউক্রেন নেটোতে যোগ দিলে নেটোর সংবিধান অনুসারে এই জোটের সদস্য দেশগুলোকে এখনই রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, আমি মনে করি না যে এই মুহূর্তে, যুদ্ধের মাঝখানে, ইউক্রেনকে নেটোর সদস্য করা কিংবা না করার বিষয়ে নেটোর ভেতরে ঐকমত্য রয়েছে।

তিনি বলছেন, ইউক্রেনের নেটোতে যোগ দেওয়ার অর্থ হবে যদি যুদ্ধ চলতেই থাকে, তাহলে আমরা সবাই এই যুদ্ধে নেমে গেছি। আমরা রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছি, যদি এরকমটা হয়।

যুদ্ধের ৫০০ দিন পরেও ইউক্রেনকে নেটোর সদস্য করা নিয়ে জোটের ভেতরে ভিন্নমত থাকলেও ইউক্রেনের অবস্থান পরিষ্কার। তারা নেটোর অন্যান্য সদস্য দেশের সাথে একই টেবিলে বসতে চায়, চায় সব ধরনের নিরাপত্তা গ্যারান্টি এবং তারা এখনই সেটা চায়। কিন্তু নেটো জোটের যে সংবিধান অনুসারে তারা ইউক্রেনকে এখনই সদস্য করতে পারবে না। কারণ সংবিধানে উল্লেখ আছে যে কোনো দেশ যুদ্ধে লিপ্ত থাকলে তাকে জোটের সদস্য করা যাবে না। তবে ইউক্রেন এখনই সদস্য হতে না পারলেও তারা অন্তত এই নিশ্চয়তা চায় যে আগামীতে তাদেরকে নেটো জোটে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিও তার এই আকাঙ্ক্ষা মিডিয়ার কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

এরকম প্রতিশ্রুতি না পেলে প্রেসিডেন্ট জেলনস্কি এই সম্মেলন পরিহারেরও হুমকি দিয়েছেন যাতে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিসহ নেটোর কিছু দেশ বিরক্ত হয়েছে।

পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এই সম্মেলনে যদি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে দেখা না যায় তাহলে ইউক্রেন ইস্যুতে পশ্চিমা দেশগুলো যে ঐক্যবদ্ধ মস্কোকে সেই বার্তা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

কিন্তু প্রধান সমস্যা হচ্ছে, রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার অনেক আগেই নেটো ইউক্রেনকে বলেছে যে দেশটি তাদের জোটেই থাকবে। কিন্তু কিয়েভ এখন চাইছে তাদেরকে জোটে নেওয়ার ব্যাপারে যেন উল্লেখযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সেটা কী?

বিবিসির ইউরোপ বিষয়ক সম্পাদক কাটিয়া এডলার বলছেন এবিষয়ে তিনি নেটোর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দেশের শীর্ষস্থানীয় কূটনীতিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা যাতে স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারেন সেকারণে তারা তাদের নাম উল্লেখ করতে চাননি। তারা তাকে বলেছেন, ইউক্রেনকে নেটো পরিবারের সদস্য করে নেওয়ার ব্যাপারে জোটের সদস্য দেশগুলো একতাবদ্ধ। তবে এর খুঁটিনাটি কিছু বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে।

এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বাল্টিক সাগরের যে তিনটি ছোট্ট দেশ দখল করে নিয়েছিল তার একটি এই লিথুয়ানিয়া। কাটিয়া আডলার বলছেন, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া এবং এস্তোনিয়ার মানুষ ইউক্রেনের দুঃখ দুর্দশা বুঝতে পারে। তারাসহ পূর্ব ইউরোপের আরো একটি দেশ পোল্যান্ড, যারাও নিজেদেরকে রাশিয়ার আগ্রাসনের শিকার হিসেবে দেখে থাকে, মস্কোর সঙ্গে যুদ্ধবিরতির সমঝোতা করে খুব দ্রুত গতিতে ইউক্রেনকে নেটোর সদস্য করে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিতে হলে নেটোর সব সদস্য দেশকে একমত হতে হবে। যেসব দেশ এখনই ইউক্রেনকে সদস্য করে নেওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা প্রকাশ করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন।

নেটোর কিছু কিছু সদস্য দেশ মনে করে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধবিরতির সমঝোতা করে, তার পরপরই যদি ইউক্রেনকে নেটোর সদস্য করে নেওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাহলে মস্কো ইউক্রেনের ওপর আক্রমণকে আরো প্রলম্বিত করতে পারে।

বাল্টিক অঞ্চলের দেশ রাশিয়ার প্রতিবেশী ফিনল্যান্ড নেটো জোটে যোগ দিয়েছে ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে। এর আগে দেশটি ছিল নিরপেক্ষ অবস্থানে। রাশিয়ার সঙ্গে ফিনল্যান্ডের স্থল সীমান্ত রয়েছে ১,৩৪০ কিলোমিটার। ফিনল্যান্ডের যোগদানের ফলে নেটো বাহিনীতে এখন নিয়মিত ও রিজার্ভ সৈন্যের সংখ্যা আড়াই লাখেরও বেশি বেড়ে গেছে। ফিনল্যান্ডের পাশাপাশি বাল্টিক অঞ্চলের আরো একটি দেশ সুইডেনও নেটোতে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করেছে। তুরস্ক এবং হাঙ্গেরি এখনও সুইডেনকে জোটে নিতে রাজি হয়নি। ফলে তাদের আবেদন ঝুলে রয়েছে।

তুরস্ক বলছে যে সুইডেন তাদের কিছু শত্রুকে আশ্রয় দিয়েছে। তাদেরকে তুরস্কের হাতে তুলে দিতে হবে। এছাড়াও সুইডেনের বিরুদ্ধে তুরস্কের অভিযোগ যে দেশটি রাস্তায় মুসলিম বিরোধী বিক্ষোভের অনুমতি দিচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র বলছে, তাদের মিত্র দেশগুলো ইউক্রেনকে আমেরিকার তৈরি এফ সিক্সটিনসহ অন্যান্য যুদ্ধবিমান দিতে পারবে। এসব বিমান চালানোর জন্য ইউক্রেনীয় পাইলটদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনে ৩১টি এব্রামস ট্যাঙ্ক পাঠাচ্ছে। ব্রিটেন ইতোমধ্যে ১৪টি চ্যালেঞ্জার২ ট্যাঙ্ক পাঠিয়েছে। জার্মানি পাঠিয়েছে ১৮টি লিওপার্ড২ ট্যাঙ্ক। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোও কয়েক ডজন ট্যাঙ্ক পাঠাচ্ছে।

স্ট্রাইকার ও ব্র্যাডলির মতো সামরিক যানও ইতোমধ্যে পাঠানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন উভয়েই ইউক্রেনকে হাইমার্সের মতো মিসাইল প্রতিরোধী ব্যবস্থা প্রেরণ করেছে যেগুলোর সাহায্যে রাশিয়ার ফ্রন্টলাইনের আরো ভেতরে হামলা চালানো সম্ভব হচ্ছে। ইউক্রেনের আকাশে ক্রুজ মিসাইল ও ড্রোন ধ্বংস করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ আরো কয়েকটি দেশ কিয়েভের কাছে বিমান প্রতিরোধী ব্যবস্থা সরবরাহ করেছে। এগুলো দিয়ে রাশিয়ার নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন আঘাত হানার আগেই ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন জ্যাভলিন এবং এনল'র মতো ট্যাঙ্কবিধ্বংসী যেসব অস্ত্র দিয়েছে। এসব অস্ত্র রুশ বাহিনীর অগ্রগতি ঠেকিয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এগুলো গত বছরের বসন্তে কিয়েভে গিয়ে পৌঁছেছে। তবে রাশিয়ার ভেতরে হামলা চালানো হতে পারে এই আশঙ্কায় ইউক্রেনকে দীর্ঘপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট লঞ্চার সরবরাহ করা হয়নি। সেরকম কিছু হলে নেটোর সঙ্গে রাশিয়ার সরাসরি যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

একই কারণে নেটো দেশগুলো ইউক্রেনে তাদের সৈন্য পাঠানো থেকে বিরত রয়েছে।

টুকরো খবর

নির্বাচন নিয়ে কথা বলা 'অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ' মনে করে না আমেরিকা

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলা 'অভ্যন্তরীণ বিষয়ে' হস্তক্ষেপ বলে মনে করে না যুক্তরাষ্ট্র। সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংএ বাংলাদেশি এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। আমাদের দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে অন্য কোন দেশ যদি আমাদের সাথে কথা বলে আমরা সেটিকে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ মনে করি না, বলেন ম্যাথিউ মিলার। এ ধরণের আলোচনাকে আমরা স্বাগত জানাই। কারণ এটা আমাদের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। মি. মিলার এই মন্তব্য এমন এক সময়ে করেছেন যখন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার ঢাকায় এসে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া এবং সহকারী সেক্রেটারি ডনাল্ড লু ১১ই জুলাই থেকে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর করবেন। বাংলাদেশের আগামী সাধারণ নির্বাচন নিয়ে আমেরিকা এবং ইউরোপের যে কূটনৈতিক তৎপরতা চলছে, সেই প্রেক্ষাপটে এই সফরকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে সম্প্রতি আমেরিকার দিক থেকে যেসব তৎপরতা দেখা যাচ্ছে সেগুলো নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা এবং সরকারের দিক থেকে প্রকাশ্যে 'অসন্তুষ্টি' প্রকাশ করা হয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় টুইটারে এক বিবৃতির মাধ্যমে বলেছে, বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলো যে

তৎপরতা দেখাচ্ছে সেটি অভ্যন্তরীণ বিষয়ে 'নগ্ন হস্তক্ষেপের' শামিল। সোমবার স্টেট ডিপার্টমেন্টের সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশি সাংবাদিক বলেন - বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও সবার অংশগ্রহণে একটি নির্বাচনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে আগ্রহ দেখাচ্ছে সেটিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছে রাশিয়া, চীন এবং ইরান। গত সপ্তাহে রাশিয়া ও চীন এনিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। এবং ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন নেটওয়ার্কে এর সমালোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে স্টেট ডিপার্টমেন্টের মন্তব্য জানতে চাওয়া হয়। জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, বাংলাদেশর অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে অন্যদের কেন আপত্তি থাকবে সেটি তিনি বুঝতে পারছেন না। বাংলাদেশ সফরের কয়েকদিন আগে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের সাথে বৈঠক করেন উজরা জেয়া। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে তার প্রতিশ্রুতি বারবার ব্যক্ত করেছেন। ৫০ বছরের বেশি সময় যাবত বাংলাদেশের বন্ধু এবং অংশীদার হিসেবে আমরা উভয়েই এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তি করি। মি. মিলার বলেন, বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক বিপরীতে আরেকটি রাজনৈতিক দলকে তারা সমর্থন করেন না। বরং সত্যিকার গণতান্ত্রিক ধারাকে সমর্থন করে আমেরিকা। উজরা জেয়া এবং ডলান্ড লু'র সফরে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হবে। সেটি পরিষ্কার করে জানানো হয়েছে স্টেট ডিপার্টমেন্টের সংবাদ সম্মেলনে। এই সফরে তারা উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করবেন। সেখানে রোহিঙ্গা সংকট, শ্রম অধিকার, মানবাধিকার, মানব পাচার এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হবে। মি. মিলার জানান, এই সফরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের সাথে বৈঠক করবেন। সেখানে মতপ্রকাশের ও সংগঠনের স্বাধীনতা, সুশাসন এবং গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনা হবে।

টেলিভিশনে মায়া বড়ির বিজ্ঞাপন নিয়ে সত্তরের দশকের বাংলাদেশে যা ঘটেছিল

ঢাকাঃ সত্তরের দশকের মাঝামাঝি বাংলাদেশের রক্ষণশীল সমাজে এক বিরাট আলোড়ন তৈরি হলো বেতার টেলিভিশন এবং সিনেমা হলে প্রচারিত কিছু বিজ্ঞাপনকে ঘিরে। ছেলে মেয়েদের সামনে এসব বিজ্ঞাপন দেখে অভিভাবকদের লজ্জা আর অস্বস্তির শেষ নেই। বিজ্ঞাপন শুরু হওয়ার পর কোন কোন মধ্যবিত্ত পরিবারে টেলিভিশনই বন্ধ করে দেয়া হচ্ছিল। বাংলাদেশে মাত্রই জন্মনিরোধক সামগ্রী সহজলভ্য করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে, এসব বিজ্ঞাপন তারই অংশ। তখনকার রক্ষণশীল সমাজে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা জন্ম নিরোধক সামগ্রী নিয়ে প্রকাশ্যে কথাবার্তা বলা সাংঘাতিক লজ্জার, যেন অনেকটা নিষিদ্ধ। সেই সামাজিক লজ্জা আর আড়ষ্টতা ভাঙ্গার কাজে যেন না জেনেই এক বিরাট ভূমিকা রাখলেন পদ্মা তীরের রাজবাড়ী থেকে ঢাকায় আসা এক তরুণী। নাম তার রেণু। তার দুই চোখে রূপালি পর্দার নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন। আমার বাবার বাড়ি ছিল রাজবাড়ী, খুব কাছেই ছিল চিত্রা নামের এক সিনেমা হল। যখন আমি বুঝতে শিখেছি তখন থেকেই আমি ছবি দেখতাম লুকিয়ে লুকিয়ে বান্ধবীদের সাথে গিয়ে। কবরী ম্যাডাম, শাবানা ম্যাডাম ওনাদের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হতাম, আর স্বপ্ন দেখতাম একদিন আমিও উনাদের মতো বড় নায়িকা হবো, বিবিসিকে বলছিলেন তিনি। পরিবারের আপত্তি উপেক্ষা করে একদিন রেণু ঢাকায় এলেন সেই স্বপ্ন পূরণে। পুরনো ঢাকায় পাড়ার বার্ষিক নাটকে কিংবা বাণিজ্যিক ছবির একেবারেই ছোটখাট কিছু দৃশ্যে অভিনয় করে তখন তিনি নজর কাড়ার চেষ্টা করছেন। একদিন তার কাছে একটি বিজ্ঞাপনের মডেল হওয়ার অফার আসলো। কিছু না বুঝেই সেটিতে রাজী হয়ে গেলেন তিনি। যখন আমি মডেল হয়েছিলাম এই বিজ্ঞাপনের, তখন অত কিছু বুঝতাম না, আমি তো কখনো বিজ্ঞাপন করবো এটা ভাবি নি। আমি নায়িকা হতে চেয়েছিলাম, এই বিজ্ঞাপনের মডেল হতে আমার কোন অস্বস্তি হয়নি। তবে এই বিজ্ঞাপনের পর আমার একটা খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। এই বিজ্ঞাপনচিত্রের শুটিং হয়েছিল ঢাকায় মধুমিতা সিনেমা হলের কাছে এক পুরনো আমলের বনেদী জমিদারের বাড়িতে এবং আরও কিছু লোকেশনে। ছবির ক্যামেরার কাজ করেছিলেন সেসময়ের এক নামকরা ক্যামেরাম্যান সাধন রায়। এই বিজ্ঞাপনচিত্রের শুরুতেই লাজনম্র বধূর বেশে রেণুকে দেখা যাচ্ছিল বাসর ঘরে, এরপর দুই সন্তান, স্বামীসহ এক সুখী স্ত্রীর ভূমিকায়। বিজ্ঞাপনটির দারুণ জিঙ্গেল, তার সঙ্গে মডেলের মিষ্টি চেহারা সব মিলিয়ে এটি বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো। তার এই বিজ্ঞাপনচিত্রটিকে ঘিরে সেসময় বেশ বিতর্ক যেমন হয়েছে, সেই সঙ্গে এটি তার নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন পূরণের সুযোগও তৈরি করে দিয়েছিল। জন্ম নিরোধক পিল মায়া বড়ির বিজ্ঞাপনের সেই রেণুই আজকের বাংলাদেশের খ্যাতিমান চিত্রতারকা রোজিনা। তার রেণু নামটি অবশ্য এখন ঢাকা পড়ে গেছে রোজিনা নামের আড়ালে। উনিশশো সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সেই সময়টায় বাংলাদেশ তখন বহুমুখী সংকটে। রাজনীতিতে চরম অস্থিরতা, অর্থনীতি বিপর্যস্ত, একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই নতুন দেশটি মুখ থুবড়ে পড়ছে বার বার। বিদেশী সাহায্য নির্ভর বাংলাদেশে তখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী সরকারের কাছেও বড় অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
12:07:2023

শুরু থেকে অনিরাপদ ছিল ওয়েবসাইট বিবিসিকে ভিক্টর মারকোপাওলোস

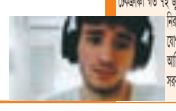

নেটো কি এশিয়ায় পা রাখছে?

লিথুয়ানিয়া (এজেন্সী) ঃ সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বের নেতারা এখন রাশিয়ার প্রতিবেশী লিথুয়ানিয়ায় জড় হয়েছেন। বাল্টিক সগরের পাশে ছোট্ট এই সাবেক সোভিয়েত দেশের রাজধানী ভিলনিয়াসে আগামী দুদিন ধরে নেটো সামরিক জোটের শীর্ষ বৈঠক হবে।

ধারনা করা হচ্ছে, ইউক্রেনকে দ্রুত এই জোটের সদস্য করা বা না করা বিষয়টিই বৈঠকের মুখ্য বিষয় হবে।

সেইসাথে, জোটের কোনো দেশ রুশ হামলার শিকার হলে, কিভাবে তা মোকাবেলা করা হবে তা নিয়ে নতুন প্রস্তাবিত একটি কৌশল নিয়ে কথা হবে বলে জানা গেছে।

এছাড়াও বৈঠকের এজেন্ডায় রয়েছে, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের চারটি দেশের সাথে এই জোটের সহযোগিতার আনুষ্ঠানিক এক কাঠামো তৈরি। ভিলনিয়াসে তাই হাজির থাকবেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়ুন সুক ইয়ল, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী এ্যান্থনি আলবানিজ এবং নিউজিল্যান্ডের ক্রিস হিপকিন্স। জোটের সদস্য না হয়েও এই চারটি এশীয় দেশ পরপর দ্বিতীয়বারের মত নেটোর শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিচ্ছে।

গত বছর মাদ্রিদের শীর্ষ বৈঠকে প্রথমবারের মত তাদের অংশগ্রহণের পর থেকেই সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে যে, শীতল যুদ্ধকালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য তৈরি এই পশ্চিমা সামরিক জোট কি এখন এশিয়ায় তাদের সম্প্রসারণ চাইছে?

২০২২ সালে মাদ্রিদে নেটোর শীর্ষ বৈঠকে প্রথমবারের মত অংশ নেন এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের চারটি দেশ - জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের নেতারা

জানুয়ারিতে জাপানে গিয়ে নেটো সেক্রেটারি জেনারেল জেনস স্টলটেনবার্গ টোকিওতে নেটো জোটের একটি লিয়াজো অফিস খোলার বিষয়ে কথাবার্তা বলেছেন - এমন খবর ফাঁস হওয়ার পর সেই সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়।

আর এখন পরপর দ্বিতীয়বারের জোটের শীর্ষ বৈঠকে এশিয়ায় আমেরিকার ঘনিষ্ঠ এই মিত্রদের অংশগ্রহণ সেই সন্দেহকে শতগুণে বাড়িয়ে দেবে।

এশীয় ও প্রশান্ত মাহসাগরীয় দেশগুলোর সাথে নেটোর সহযোগিতার একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ভিলনিয়াসের শীর্ষ বৈঠকে গৃহীত হতে পারে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

জানা গেছে এই চারটি দেশ আলাদা আলাদাভাবে তাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নেটোর সাথে সহযোগিতা চুক্তি করতে চলেছে, যে চুক্তির নাম দেওয়া হয়েছে আইটিপিপি (ইনডিভিজুয়ালি টেইলরড পার্টনারশিপ প্রোগ্রাম)।

নিকেই সহ জাপানের একাধিক নির্ভরযোগ্য মিডিয়া গত সপ্তাহে খবর দিয়েছে টোকিও ও ক্যানবেরা নেটোর সাথে আইটিপিপি চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করেছে। সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে নিকেই বলেছে, জাপান ও নেটোর মধ্যে সহযোগিতার ১৬টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়া এবং নিউজিল্যান্ডও নেটোর সাথে বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনা মীমাংসা চালিয়েছে। তবে তাদের চুক্তিগুলো ভিলনিয়াসের শীর্ষ বৈঠকের আগে চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়েছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।

আইটিপিপি চুক্তিগুলোকে ভিলনিয়াসের শীর্ষ বৈঠকে সদস্যদের সামনে রাখার পর সেগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হতে পারে।

জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার মিডিয়ার খবর অনুযায়ী এই চারটি দেশের সাথে নেটো জোটের সহযোগিতার প্রধান যে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে তা হলো ঃ

সমুদ্রে জাহাজ চলাচলে নিরাপত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, মহাকাশে নিরাপত্তা এবং যেসব ডিজিটাল প্রযুক্তি সাইবার জগতে হুমকি তৈরি করতে পারে, যেমন এআই।

প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে মীমাংসা হয়েছে যে নেটো বাহিনী এবং এই চারটি দেশের সামরিক বাহিনী নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং যোগাযোগ বাড়াবে যাতে প্রয়োজনে তারা নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করে যৌথভাবে কাজ করতে পারে।

লন্ডনে গবেষণা সংস্থা চ্যাটাম হাউজের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় কর্মসূচির গবেষক বিল হেইটন সম্প্রতি সংস্থার সাইটে এক নিবন্ধে লিখেছেন, এশিয়াতে নেটো জোটের নজর নতুন নয়।

এবং এই চারটি দেশ ও নেটোর মধ্যে দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে বিচ্ছিন্নভাবে সহযোগিতা চলছে।

দুই হাজার এক সালে আমেরিকায় আল কায়দার সন্ত্রাসী হামলার পর আফগানিস্তানে নেটোর নেতৃত্বে ইসাফ বাহিনীতে সৈন্য পাঠিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ কোরিয়া। জাপানের সেলফ ডিফেন্স ফোর্সের নৌবাহিনী ইসাফকে নানারকম লজিস্টিক সাহায্য জুগিয়েছে।

আরও পরে ২০০৯ সাল থেকে পূর্ব আফ্রিকার উপকূলের কাছে জলদস্যুতা ঠেকাতে নেটোর নৌ তৎপরতায় অংশ নিয়েছে এশিয়া অঞ্চলের এই চারটি দেশ।

এরপর ২০১৬ সালে এই সহযোগিতা কিছুটা আনুষ্ঠানিক রূপ পায় যখন ব্রাসেলসে নেটো সদর দপ্তরে এই চারটি দেশের সাথে জোটের সিনিয়র কর্মকর্তাদের এক বৈঠক হয়। নেটো তখন বলেছিল ঐ দেশগুলো চেয়েছে বলেই বৈঠকটি হয়েছে।

অনেক পর্যবেক্ষকও মনে করেন, উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক এবং ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে আতঙ্কিত দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান নেটোর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আগ্রহী।

তবে অধিকাংশ পর্যবেক্ষক মনে করেন এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে আমেরিকা এবং নেটোর নজরের প্রধান কারণ এখন চীন।

মাদ্রিদে গত বছরের নেটোর শীর্ষ বৈঠকে নতুন যে কৌশলপত্র গৃহীত হয়, তাতে প্রথমবারের মত সরাসরি চীনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়।

ঐ কৌশলপত্র ঘোষণা করার সময় নেটো মহাসচিব জেনস স্টলটেনবার্গ খোলাখুলি বলেন পারমাণবিক অস্ত্রসহ সামরিক ক্ষমতা বাড়াতে প্রচুর বিনিয়োগ করছে চীন এবং নেটো জোট এখন চীনা পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের আওতায়।

তারা (চীন) প্রতিবেশীদের হামেশা হুমকি-ধামকি দিচ্ছে, তাইওয়ানকে হুমকি দিচ্ছে। তারা এখন আর্কটিকে, তারা আফ্রিকায়...ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়ার পক্ষে মিথ্যা প্রচারণা ছড়াচ্ছে তারা...চীন এখনও অমাদের শত্রু দেশ নয় কিন্তু সেসব মারাত্মক চ্যালেঞ্জ তারা খাড়া করেছে তা আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে, বলেন নেটা মহাসচিব।

বিল হেইটন মনে করেন, রাশিয়ার সাথে চীনের কৌশলগত ঘনিষ্ঠতা যেভাবে বাড়ছে তাতে নেটো জোটের অনেকেই এখন মনে করছে চীন এখন ইউরোপীয় নিরাপত্তায় প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

সুইডেনের গবেষণা সংস্থা ইন্সটিটিউট ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পলিসির একটি প্রকাশনায় এক বিশ্লেষণে গবেষক হাসিম টুরকের লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মনোযোগ এখন ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের দিকে, ফলে নেটোর অগ্রাধিকারে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য।

তার মতে, গত বছর পাঁচেক ধরেই চীনের ব্যাপারে নেটো জোটের মনোযোগ বাড়ছে।

বৈরি প্রতিবেশী জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে নেটো সামরিক জোটের এই দহরম মহরমে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত চীন। তারা মনে করছে তাদের কোণঠাসা করতে আমেরিকা নেটো জোটকে এশিয়ায় সম্প্রসারিত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

মাদ্রিদে গত বছর নেটো শীর্ষ বৈঠকের পরপরই চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং ব্রিকস জোটের এক ভার্চুয়াল শীর্ষ বৈঠকে দেওয়া তার ভাষণে বলেন, কিছু দেশ চূড়ান্ত নিরাপত্তার ধুয়ো তুলে এশিয়ায় সামরিক জোট বিস্তৃত করতে চাইছে।

তারা জোটে জোটে সংঘাত তৈরিতে উসকানি দিচ্ছে, বিভিন্ন দেশকে জবরদস্তি করে দলে ঢোকানোর চেষ্টা করছে যাতে একচ্ছত্র আধিপত্য টিকিয়ে রাখা যায়।

তিনি সাবধান করেন, এই প্রবণতা চলতে দেওয়া হলে বিশ্বে অস্থিরতা এবং নিরাপত্তাহীনতা বাড়বে।

কিন্তু নেটো কি সত্যিই এশিয়ায় সরাসরি পা রাখতে চাইছে? এশিয়ায় কি অদূর ভবিষ্যতে নেটো সৈন্য মোতায়েন করতে দেখা যাবে?

চ্যাটাম হাউজের গবেষক বিল হেইটন মনে করেন না এশিয়ার কোনো দেশ নেটো জোটের সদস্য হবে বা এশিয়ার কোনো দেশকে সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেবে নেটো।

কিন্তু নেটো দেশগুলো এশিয়ায় সমমনা দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করে চীন এবং উত্তর কোরিয়ার কাছ থেকে আসা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আগ্রহী।

অন্যদিকে, এশিয়ায় বেশি নজর দেওয়ার প্রশ্নে নেটো জোটের মধ্যেও মতভেদের ইঙ্গিত রয়েছে।

বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয় গবেষণা ভিত্তিক সাময়িকী পলিটিকো তাদের তেসরা জুলাইয়ের সংস্করণে এক রিপোর্টে লিখেছে টোকিওতে নেটো জোটের লিয়াজো অফিস খোলার প্রস্তাবে বাগড়া দিয়েছেন ফরাসী প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্র।

তিনি নাকি বলেছেন এশিয়ার দিকে নেটো নজর বাড়ালে মূল লক্ষ্য অর্থাৎ ইউরোপের নিরাপত্তা অবহেলিত হবে।

শুক্রবার প্যারিসে এলিজি প্রাসাদে এক সংবাদ সম্মেলনে জাপানে নেটো জোটের অফিস খোলার ব্যাপারে এক প্রশ্নে ফরাসী প্রেসিডেন্টের একজন মুখপাত্র বলেন, নীতিগতভাবে আমরা এর বিরোধী।

ফ্রান্স এবং জার্মানি সহ নেটো জোটের বেশ কিছু ইউরোপীয় দেশ চীনের সাথে সম্পর্ক আরো চটাতে উৎসাহী নয়।

চীনকে কতটা চটানো উচিৎ তা নিয়ে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং এমনকি দক্ষিণ কোরিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও বিতর্ক রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী পল কিটিং নেটোর সাথে তা দেশের আনুষ্ঠানিক কোনো সহযোগিতা চুক্তির ঘোর বিরোধী।

এ ধরণের চুক্তির ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ার জন্য মি. কিটিং সম্প্রতি নেটো মহাসচিব স্টলটেনবার্গ সম্পর্কে বলেছেন লোকটি একটি সুপ্রিম ফুল (মহা আহাম্মক)।

গত মাসে সিংগাপুরে সাংরিলা ডায়লগ নামে এক আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সম্মেলনে নেটো জোটের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাঙ্গাস ল্যাপসলি আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন যে নেটো এশিয়ায় পা রাখতে চায়না।

কিন্তু, তিনি বলেন, নেটো এ অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে চায় যাতে বিশ্বের এ অংশে কী ঘটছে সে সম্পর্কে যেন আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকে।

এই আশ্বাসে চীন যে ঠাণ্ডা হয়েছে তার কোনো লক্ষণ নেই। চীনের সরকারি দৈনিক চায়না ডেইলি সোমবার এক সম্পাদকীয়তে লিখেছে, নেটো জোট তাদের সম্প্রাসারণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থামায়নি। তারা এখন এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও তাদের সামরিক প্রভাব বিস্তৃত করতে চাইছে।

এশিয়ার তাদের বৈরি ভাবাপন্ন দেশগুলোর সাথে নেটো জোটের সহযোগিতা চুক্তি চীনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলবে বলে একরকম নিশ্চিত গবেষক হাসিম টুরকের, যিনি ২০১৯ সালে নেটো সম্প্রসারণের ওপর একটি গবেষণা-ধর্মী বই প্রকাশ করেছেন।

তার মতে, এর ফলে এশিয়ায় অস্ত্র প্রতিযোগিতা বাড়বে, এবং ভূ-রাজনৈতিক ফল্ট লাইন বা ফাটল আরও চওড়া হবে।

রুপিতে লেনদেনে বাংলাদেশের ডলার সাশ্রয় কতটা হবে

ঢাকা ঃ মঙ্গলবার ১১ই জুলাই থেকে ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে রুপির ব্যবহার শুরু করেছে বাংলাদেশ। ঢাকায় আজ দুই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর এ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন। একটি পাইলট কর্মসূচি হিসেবে এই লেনদেন চালু হচ্ছে।

আপাতত শুধুমাত্র রূপিতে লেনদেন হবে, পর্যায়ক্রমে টাকায়ও লেনদেন চালু হবে বলে বলছে কর্তৃপক্ষ।

এখন বাংলাদেশের কোনও ব্যবসায়ী ভারতের সাথে আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে রুপিতে এলসি খুলতে চাইলে তা করতে পারবেন। এতদিন বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের পুরোটাই হতো মার্কিন ডলারে।

কিন্তু সাম্প্রতিক ডলার সংকটের কারণে ডলারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে দুই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবার সরাসরি রুপি ব্যবহার করে আমদানি-রপ্তানির মূল্য লেনদেনের কথা জানিয়েছে।

প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ অংশে সোনালী ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড এবং ভারতের অংশে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া এবং আইসিআইসিআই ব্যাংকের মাধ্যমে এ লেনদেন হবে। পরবর্তীতে দুই দেশের আরও ব্যাংক ধীরে ধীরে এই প্রক্রিয়ায় যোগ দেবে বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

কিন্তু ডলারের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্য নিয়ে যে লেনদেন শুরু হচ্ছে, তার ফলে কার্যত ডলার কতটা সাশ্রয় হবে?

কর্তৃপক্ষ বলছে, শতভাগ বাণিজ্য রুপিতে হবে না। অর্থাৎ বাংলাদেশ ভারতে যতটা পণ্য রপ্তানি করবে, ততটাই কেবল রুপিতে লেনদেন হবে। এর বাকিটা মানে যা বাংলাদেশ আমদানি করে তার অর্থ শোধ করা হবে হবে ডলারে।

এর মানে হচ্ছে, দুই বিলিয়ন ডলারের পণ্যের দাম রুপিতে দেবে ভারত, যা বাংলাদেশ ভারত থেকে পণ্য কিনতে ব্যবহার করবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ভারতে বছরে প্রায় দুই বিলিয়ন বা দুইশো কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ।

এর বিপরীতে দেশটি থেকে আমদানি হয় প্রায় ১৪ বিলিয়ন বা ১৪০০ কোটি ডলারের পণ্য। অর্থাৎ বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় সাত গুণ।

ফলে সাধারণভাবে ধারণা করা যায়, নতুন ব্যবস্থায় বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে কম মার্কিন ডলার সাশ্রয় করতে পারবে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন ছয় শতাংশ খরচ সাশ্রয় হবে

বাংলাদেশ এবং ভারতের ব্যবসায়ীরা এতোদিন স্থানীয় মুদ্রায় মার্কিন ডলার কিনে বাণিজ্যিক লেনদেন নিষ্পত্তি করতেন। কিন্তু রুপিতে বাণিজ্য হলে তার প্রয়োজন হবে না।

পোশাক রপ্তানিকারকদের অন্যতম সংগঠন বিকেএমইএ-এর নির্বাহী প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হাতেম মনে করেন, এর ফলে বাংলাদেশের একটি বড় অংকের ডলার সাশ্রয় হবে এবং তাতে রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকরা লেনদেনে লাভবান হবেন। তিনি বলছেন, সরাসরি রুপিতে লেনদেনের ফলে অন্তত ছয় শতাংশ খরচ সাশ্রয় হবে ব্যবসায়ীদের। তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, ভারতের সাথে বাণিজ্যের সময় একবার টাকা থেকে ডলারে, আবার ওদিকে রুপি থেকে ডলারে রূপান্তর করতে হয়। এই রূপান্তর করতে গিয়ে আমরা হিসেব করে দেখেছি ছয় শতাংশের মতো গ্যাপ বা লস হয়। অর্থাৎ ১০০ ডলারে ছয় ডলারের মতো। দুই দেশ নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেন করলে ব্যাংক ও ব্যবসায়ীরা এই লস থেকে রেহাই পাবে। সেই সাথে একটি মাত্র মুদ্রার ওপর আমদানি-রপ্তানির নির্ভরশীলতা কিছুটা কমে আসবে বলে তিনি মনে করেন।

তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন, এই বাণিজ্য শুধুমাত্র ভারতীয় রুপিতে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, এই লেনদেন সুবিধা টাকায়ও চালু করতে হবে।

মি. হাতেম বলেছেন, শিগগিরই এই বাণিজ্যে টাকাও যুক্ত হবে বলে দুই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের পক্ষ থেকে তাদের জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ শুরুতে রুপি এবং টাকা উভয় মাধ্যমেই লেনদেনের জন্য আবেদন করেছিল। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া তা অনুমোদনও করেছে। ব্যবসায়ীরা সাশ্রয়ের কথা বললেও, বিশ্লেষকেরা সে বক্তব্যের সাথে একমত নন। তারা বলছেন, সেটি হওয়ার সম্ভাবনা কম, বরং এর ফলে ডলার সংকট বেড়ে যেতে পারে বলেও আশংকা করছেন কেউ কেউ।

পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলছেন, যেহেতু বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বড় ধরণের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে, সেজন্য রুপিতে লেনদেনে ডলার-সংকট কমবে না, বরং বাড়বে।

তিনি বলেছেন, নতুন ব্যবস্থায় এই বাণিজ্যের ফলে বাংলাদেশ আগে যে দুইশো কোটি ডলার পেতো, সেটা এখন ভারত রুপিতে পরিশোধ করবে। ফলে বাংলাদেশ ওই পরিমাণ ডলার আর পাচ্ছে না। এতে ডলারের সরবরাহ কমে যাচ্ছে।

মি. মনসুর বলছেন, রুপিতে বাণিজ্যের সুযোগ আবার সব রপ্তানিকারকদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। যে ব্যবসায়ীরা শুধুমাত্র ভারত থেকে কাঁচামাল আমদানি করে এবং ভারতেই রপ্তানি করে তারা হয়তো এই লেনদেনে কিছুটা সুবিধা পাবেন।

কিন্তু এতে ব্যবসায়ীদের যে লাভ হবে সেই লাভের অর্থ ডলারে রূপান্তর করা এবং সেখানে প্রকৃত দাম পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন মি. মনসুর। কেননা রুপির দাম ডলারের দামের মতো স্থিতিশীল নয়।

এদিকে, এ ব্যবস্থার সাফল্যের অনেকটাই রুপি এবং টাকার দর নির্ধারণের ওপর নির্ভর করবে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডির বিশেষ ফেলো অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, টাকা ও ভারতের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণে দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। এই পদক্ষেপে বাংলাদেশের কোনও লাভ নেই উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, ভারত চাইছে, তাদের মুদ্রাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শক্তিশালী করতে। ভারতীয় মুদ্রা রুপি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনও রিজার্ভ মুদ্রা নয়। তবে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ মুদ্রার ব্যবহার বাড়লে ভারতীয় মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে এবং বাংলাদেশে ভারতীয় রুপির চাহিদা বাড়বে, তিনি জানান। ভারত মার্কিন ডলারের পাশাপাশি নিজস্ব মুদ্রা রুপিতে নেপাল, ভুটানসহ ১৮টি দেশের সাথে সীমিত পরিসরে বাণিজ্য করছে।

তবে দেশটি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের সঙ্গে রুপিতে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য শুরু করতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য টাকা ও রুপিতে করার আলোচনা প্রায় এক দশক ধরে চলছে। দীর্ঘ বিরতির পর রিজার্ভ সংকটের মধ্যে বিষয়টি আবার সামনে আসে।

গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালের ডিসেম্বরে দুই দেশের বাণিজ্যমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে রুপিতে বাণিজ্যিক লেনদেন করার প্রস্তাব করে ভারত।

এরপর চলতি মার্চে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ একনেক বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপিত হয়।